অসমাগম

ত্রিদিব সেনগুপ্ত

মনোজের বাড়ির লন, সামনে বাগান শুরু, মনোজ জল দিতে দিতে গুনগুন করে গান করছে।

মনোজ।। এদিকটায় জল দিসনা তুই — কতবার বলেছি, নিজের যা খুশি তাই করিস, এদিকটায় একদম জল দিসনি। রাস্কেল, তোকে আমি দশদিন জলছাড়া রেখে দেব। (হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে ...) উঃ, কী এটা, এটা কী? দোমড়ানো ছিপি, কোকাকোলার? শ্রীপদ, এই রাস্কেল শ্রীপদ —।

শ্রীপদ।। (নেপথ্য) আসছি।

মনোজ।। আয় এখানে। (ছিপিটা দেখায়) এটা কী — আমার পায়ে পড়ল? (শ্রীপদ ছিপিটা নেয়) এবাড়িতে তোর কাজ আছে কোনো? বলেছিলাম তোকে বীজ ফেলার আগে পুরো বেডটা পরিস্কার — একটা কোনো কাজ করিস, কিছু বলিনা আমি।

শ্রীপদ।। বলেন তো।

মনোজ।। (ঝারিটা রেখে চেয়ারে গিয়ে বসে) একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হঠাৎ তোকে তাড়িয়ে দেব। বড্ড বেশিদিন আছিস আমার সঙ্গে। ফিরে যাবি তুই — সেই জায়গাটার নাম কী — সেই বুনো শুয়োর আর জঙ্গল পেরিয়ে নুন আনতে যেতে হয়। যেতে যেতে তুই একটা পাঁচ পা-ওলা লোক দেখেছিলি?

শ্রীপদ।। কী, আমাদের গ্রাম, কোড়া?

মনোজ।। হ্যাঁ, সেই কোড়া, সেখানে চলে যা না তুই, অনেকদিন তো হল?

শ্রীপদ।। এটা তো পরশুদিনের, পরশুর।

মনোজ।। মানে?

শ্রীপদ।। পরশুদিন পড়েছে এটা — দেখছেন না কোনো জং নেই। মুখের মত ঝকঝকে।

মনোজ।। কীসের মত?

শ্রীপদ।। মুখ, মুখের মত — ঠাকুরের মুখের মত — দেখেননি তেল মাখায়, গর্জন তেল?

মনোজ।। আচ্ছা, মুখের মত, উঃ, আচ্ছা। তা, শ্রীপদ, পরশুদিন এটা এখানে এল কী করে?

শ্রীপদ।। পরশুদিন সুদেবকাকু বসল না এখানে? আমি ভদকা আর কোকোকোলা—

মনোজ।। ভদকা? তুই ভদকাও চিনে গেছিস, চমৎকার, কে চেনাচ্ছে এত? সুদেব?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, পরশুদিন সন্ধ্যায় বসল না? বেরোনোর আগে — তখনই পড়েছে ছিপিটা। নইলে আমি তো—

মনোজ।। বেরোনোর আগে? দীঘা বেরোনোর আগে সুদেব মদ খেয়েছিল — তারপর ওই লং ড্রাইভ।

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, নইলে আমি তো পুরো বেডটাই পরিস্কার করেছি, লনটা, আপনার বইয়ের র‍্যাক, প্রত্যেকটা কাপের ভিতর অব্দি, খুঁজে খুঁজে, উকুন বাছার মত করে পরিস্কার করেছি। সারা জন্ম তো এই পরিস্কারই করছি।

মনোজ।। সঙ্গে কে ছিল?

শ্রীপদ।। কে আবার থাকবে, একাই। মালি তো সেই শ্রাবণ মাস থেকেই নেই। চলে গেছে। হয়তো মরে গেছে। বা হয়তো বিয়ে হয়েছে। পুরো বেডটাই তো আমি একাই পরিস্কার করেছি।

মনোজ।। ড্যাম ইট, তোর কথা জিগেশ করিনি। সুদেবের সঙ্গে অ্যাকমপ্যানি করল কে? কে ছিল ওর সঙ্গে?

শ্রীপদ।। পিসি, পিসিই তো দীঘা গেল।

মনোজ।। সেটা আমি জানি। দ্যাট আই নো ভেরি ওয়েল। মদের টেবিলে সুদেবের সঙ্গে আর কে ছিল, মণিকা?

শ্রীপদ।। না, পিসি কোথায়, একা বসেই খেল, ভদকা আর কোকোকোলা। তারই তো ছিপিটা গিয়ে পড়ল ফুলের বেডে, আর আপনার পায়ে লাগল। আপনিও তেমনি খালি পায়ে, জুতো তো—

মনোজ।। ওঃ, একাই ছিল, তাও ওই লং ড্রাইভ, চা টা আন।

শ্রীপদ।। সেটাই তো আনছিলাম — এই ছুরিটা দিয়ে কেক কাটতে যাব, আর দুর্গা ঠাকুরের কথা ভাবছিলাম, মাদুর্গার হাতে থাকেনা? কেক কাটার না, অসুর — আপনি এমন সময়ে পায়ে লাগালেন। একটা জুতো পায়ে দিয়ে নিন। আমারই বলে তিনখানা জুতো। এই হাওয়াইটা ছাড়াও — একটা জুতোর কালিও আছে, নতুন।

মনোজ।। ঠিক আছে, যা তুই।

শ্রীপদ।। সুদেবকাকু পুরো একা ছিলনা সন্ধে বেলায়, মনে পড়ল আমার, ছোটমেম এসেছিল একবার, অনেকক্ষণ বসেছিল।

মনোজ।। মাম? ভদকা খেল?

শ্রীপদ।। না, কালো ঠাকুরটা দেখাল।

মনোজ।। কালো ঠাকুর — মানে?

শ্রীপদ।। (একটা আফ্রিকান মাস্ক-উপম স্কাল্পচারের দিকে ইঙ্গিত করে) ওইটা। (নমস্কার করে) ইস, হাত দিয়ে দেখালাম।

মনোজ।। ওঃ, ওইটা, কালো ঠাকুর, হাঃ হাঃ, তা অবশ্য, ঠাকুরই তো, ট্রাইবাল ঠাকুর। তা মাম ওটা দেখাল, কিন্তু সুদেব ওসবের কী বোঝে, আমারই মত রিফাইন্ড। (একটা স্কুটার থামার শব্দ হয়) দেখ তো কে এল এখন? মাস্টারমশাই? ওরা যে বলল বাঁধাঘাটের ট্রেন আরো পরে— কী থামল ওটা, অটো?

শ্রীপদ।। না, না, ওটা বলাইকাকুর স্কুটার, আওয়াজটাই কেমন ফঙফঙে।

মনোজ।। হ্যাঁ, ঠিকই তো, বলাই, আমি ভাবছিলাম— , তোর কানটা চমৎকার, তুই ব্যাটা পুরো স্যাভেজ। (একটু এগিয়ে) ওঃ, সঙ্গে চন্দ্রাও —।

(বলাই হেলমেট হাতে, উইন্ডচিটারের জিপ খুলছে, ঢোকে, সঙ্গে চন্দ্রা)

বলাই।। কী প্রাসাদই বানিয়েছিস, রোজই দেখি, আর রোজই স্পেলবাউন্ড লাগে। দেখেছো চন্দ্রা, পুরোটা মিলিয়ে একটা ঐতিহাসিক সৌধের মত লাগে, তাই না?

চন্দ্রা।। হ্যাঁ, আর আমাদের চোখই এমন ছোটো ছোটো জায়গায় অভ্যেশ হয়ে গেছে, ছোটো ছোটো ঘর বারান্দা,ছোটো টেবিল,ছোটো ছোটো চেয়ার। তাই, এরকম কোনো জায়গায় এলেই কেমন একটা গা ছমছম করে।

মনোজ।। শ্রীপদ, চেয়ারটা দে ওকে।

শ্রীপদ।। কই, ছোটো কোথায়?

মনোজ।। মানে?

শ্রীপদ।। ওই যে বলল ছোটো ছোটো চেয়ার।

মনোজ।। তাতে তোর কোনো দরকার আছে? তোকে বলেছে? তুই দে ওটা।

বলাই।। না রে শ্রীপদ, এখানকার নয়, ওর বাড়ির চেয়ারের কথা বলেছে। তোর এখানকার চেয়ার তো খুবই বড়, ভালো। দে তুই। (শ্রীপদ চেয়ার দিচ্ছে, বলাই মনোজের দিকে ফেরে) শুধু শুধু ওকে চটাস না—

মনোজ।। (মাথা নাড়াতে থাকে) উঃউঃ

বলাই।। — ফের আমাদের সেই লঙ্কাবাটা দিয়ে হুইস্কি খাওয়াবে, আমি আজই গল্প করছিলাম চন্দ্রাকে, মনোজ শুধু বলেছিল, তুই কী থামসআপ আনিস, ঝাঁঝ হয়না।

চন্দ্রা।। সত্যি, মনোজদা, আপনাকে আমি বুঝিনা, এই যে শ্রীপদর সঙ্গে, কী অদ্ভুত, আসলে আপনি বেশ ছেলেমানুষ , বাইরে যেরকম দেখাতে চান—

মনোজ।। ইয়ে, এই বলাই, বাড়ির কথা বলছিলি তো, তুই সেই গানটা একটু শুনিয়ে দে—

বলাই।। (হাসিমুখে) কোন গানটা, হঠাৎ গান এল কোথা থেকে? (চন্দ্রা হাসে)

মনোজ।। ওই যে, এখানে বসে তোমার নেশা হলেই যে গানটা পায় তোমায়, বাড়ি বানানো খুব খারাপ জিনিষ। গা একটু।

বলাই।। ধ্যার।

মনোজ।। গা না, চন্দ্রা তো শোনেনি কখনো তোর গান।

বলাই।। লোকে বলে, বলেরে, ঘরবাড়ি ভালা না আমার /এই ভাবিয়া হাসন রাজায় ঘরদুয়ার না বান্ধে /কোথায় নিয়া রাখবা আল্লায় তার লাগিয়া কান্দে /লোকে বলে, বলেরে, ঘরবাড়ি ভালা না আমার।

মনোজ।। সত্যি, তোর গানের গলাটা, নারচার করলি না। তোর মনে আছে বলাই, ধীরেন আর আমার বাঁধাঘাটের রাস্তায় সেই, 'সূরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা'। লোকে রাস্তা ছেড়ে দিত, বুঝলে চন্দ্রা, টেরর।

চন্দ্রা।। ধীরেনদার গল্প যা শুনেছি তাতে তো, আপনি অবশ্য যা করেন তাতেই বেশ মানিয়ে যায়। একটা স্মার্টনেস, তাইনা বলাইদা, সাকসেসফুল লোকদের।

বলাই।। আমায় আবার কেন বাবা?

মনোজ।। হাঃ, হাঃ, স্মার্টনেস, না? কীরকম, স্মার্টমানি অ্যাকাউন্টের মত? বাট দিস স্মার্টনেস, ইট স্মার্টস টু, জানো তো চন্দ্রা, মানুষকে একা করে দেয়। তখন কাজ না থাকলেই মদের বোতল খুলতে হয়, আর আমাদের এই শ্রীপদর গ্রামের জঙ্গলে পাঁচপাওলা মানুষের গল্প শুনতে হয় —

শ্রীপদ।। গল্প আবার কী, আমার নুন নিয়ে নিল, এ্যাতোটা নুন। পাঁচ সেরের ওপর আবার এ্যাতোটা ফাউ।

বলাই।। আচ্ছা শ্রীপদ, পাঁচ সের নুন দিয়ে তুই একসঙ্গে কী করছিলি? তুই তো আমাকেও করেছিস গল্পটা — তোরা কি তখন নোনা ইলিশ পুষতি?

শ্রীপদ।। পাঁচ না হোক আধ সের তো হবেই। যতটাই হোক, নিল তো। কেউ কিছু করলনা, পঞ্চায়েতও।

মনোজ।। সেই নুনের গল্প আমায় শুনতে হয়, চন্দ্রা, রোজই, রোজই প্রায়, যখনই কাজ থাকেনা।

চন্দ্রা।। এটা একটা প্রাইস, মনোজদা, এই যে নতুন নতুন ইন্ডাস্ট্রি , এই যে সাকসেস, তারই প্রাইস।

মনোজ।। ঠিক, তবে, প্রাইস না হয়ে তো বোনাসও হতে পারে?

চন্দ্রা।। না, মনোজদা, ওই বললে তো শুনবনা, প্রাইস।

মনোজ।। বেশ, তবে নাহয় প্রাইসই হল। আমার মত একটা মেগালোম্যানিয়াক ক্যাপিটালিস্টের একটা গিল্ট না থাকলে ঠিক মানায় না, তাই না, হাঃ হাঃ, বেশ আছো চন্দ্রা, নাটক নিয়ে, এই সব নিয়ে থাকলেই মন-টনগুলো খুব সুন্দর থাকে — সতেজ সুঠাম।

বলাই।। এই ছাড়বি তোরা এবার, তোরা দুজন একজায়গায় হলেই —

মনোজ।। ও বোধহয় হাতের কাছে ক্যাপিটালিস্ট ক্লাস এনিমি এই আমাকেই পায়, গ্রুপ থিয়েটার গুলো এখনও মোর অর লেস লেফটিস্ট, তাই না?

চন্দ্রা।। যাঃ।

বলাই।। আবার তোকে ভীষণ পছন্দও করে।

চন্দ্রা।। না, আসলে মনোজদার ভিতর খুব লাইফ আছে।

বলাই।। সেই, বিকাশ তোকে বলত না — তুই কখনো মরবিনা মনোজ। এখনো এই তোর এখানে এলেই মাঝে সাঝে বিশ্বাস হয় যে বেঁচে আছি। এমনিতে তো —

চন্দ্রা।। তুমি আজকাল খুব খারাপ থাকো বলাইদা।

মনোজ।। এই মুহূর্তে আমিও খুব খারাপ আছি, সকালের চা এখনও খাইনি। ওরে শ্রীপদ, চা আন, আর তোর ওই অসুর, মানে কেক। (শ্রীপদ যায়)

বলাই।। না, খারাপ থাকব কেন? চমৎকার আছি, ফাইন, আমি তো সবসময়ই বলি।

মনোজ।। এতটা বলতে হয় কেন তোকে, নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্যে?

বলাই।। বরং উল্টোটা, চারদিকে এত সিমপ্যাথি।

মনোজ।। বৌদিদের স্পনসরশিপ, তাই না? ঠাকুরপো, জীবনটা এভাবে নষ্ট করে ফেলছ?

বলাই।। নারে, সত্যিই বেশ ইরিটেটেড লাগে।

মনোজ।। আজকে আর ইরিটেটেড লাগাসনা, বছরের এই একটা দিন।

চন্দ্রা।। এটা আপনাদের একটা অ্যানুয়াল ইভেন্ট এখন, তাই না? কিন্তু যার অকেশন, সেই মাম কোথায়? আর মণিকাদি?

মনোজ।। মাম তো সাঁতার কাটছে বাগানের পুলে, আসবে এখনি। আর ইয়ে, তোমরা বেশ একটু আগেই এলে, খুব ভালো করেছ, আজকের দিনটা, বুঝলে চন্দ্রা, আজকের এই একটা দিন সমস্ত হিশেবের বাইরে, আজ আমি অপর্যাপ্ত মদ্যপান করব, আনপার্লিয়ামেন্টারি কথা বলব, ওকে চন্দ্রা, আর এই বলাই সালা, কমিউনিস্ট সন্ন্যাসী, ওকেও বলে দাও।

চন্দ্রা।। বলাইদা আপনাকে খুব শাসন করে না?

বলাই।। কমিউনিস্ট হতে পারলাম কোথায়? আর সন্ন্যাসী না হয়েই বা উপায় কী বল?

মনোজ।। কেন, আজ তো একজন ব্রাইট লেডিকে তোর ঘোড়ায় করে নিয়ে এলি, আজ এই কথা কেন?

বলাই।। তোর কোন পুরানে লেখা আছে যে সন্ন্যাসীরা তাদের বন্ধুপত্নীদের স্কুটার চড়াতে পারবেনা? আর ওটাও আমার সন্ন্যাসেরই একটা পার্ট — পিঠেতে টাকার বোঝা তবু এই টাকাকে যাবেনা ছোঁয়া।

চন্দ্রা।। তার পরের লাইনেই ছিলনা — বিদ্রোহ — সেটাও তো করা যায়।

মনোজ।। আরে না, চন্দ্রা, ক্যারি অন, দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ ভেরি ফেয়ার লেডি বিহাইন্ড এভরি বিদ্রোহ।

চন্দ্রা।। আমি ফেয়ার নই, আমি ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখিনা।

বলাই।। তোরা কী শুরু করলি বল তো? আর সুদেব শুনলেই বা কী ভাববে? আচ্ছা, সুদেব তো এখনো এলনা?

চন্দ্রা।। ওর তো কালই আসার কথা ছিল, আমি রাতে অনেকক্ষণ অব্দি দেরি করলাম —

মনোজ।। চন্দ্রা, চন্দ্রা, শোনো তুমি একবার ভেতরে যাওতো, দেখোতো চা-টা দিচ্ছে না কেন এখনো অপোগণ্ডটা? আর আজকের খাবার দাবারের ব্যাপারটাও একটু সুপারভাইজ করো তো।

চন্দ্রা।। হ্যাঁ, কিন্তু, মণিকাদি কোথায়?

মনোজ।। আবার মণিকা মণিকা — বৌ-এর চেয়ে অনেক ইম্পর্টান্ট আমার দুপুরের তন্দুরি — অবশ্য বৌ দিয়ে যে তন্দুরি হয়না তা নয়।

চন্দ্রা।। উঃ বাবা।

মনোজ।। তাই দেখো, একটু সুপারভাইজ করো, যাও, যাও, যাও তুমি যাও, আর আমার পাগল শ্রীপদকে পাঠিয়ে দাও। (চন্দ্রা গমনোণ্মুখ) আচ্ছা, চন্দ্রা, শোনো, কেন সুপারভাইজ করতে বলছি বলো তো — মণিকা তো নেই।

বলাই।। নেই তো গেল কোথায়?

মনোজ।। সাঁতার কাটতে।

চন্দ্রা।। ওই পুলে?

মনোজ।। না, দীঘায়, সুদেবের সঙ্গে।

চন্দ্রা।। ও, দীঘায়, সুদেবের সঙ্গে — ও, সেইজন্যেই, আমি কাল অতক্ষণ — মার শরীরটা খারাপ ছিল, খেতে দিলাম, বাবাকে ওষুধ দিলাম — তারপর ওই ঘুপচি বারান্দার অন্ধকারে, সবাই তখন শুয়ে পড়েছে, কী মশার কামড়, আমি ভাবছিলাম —

মনোজ।। না, ও এলোতো দুপুরে, কানপুর থেকে, এসে সন্ধেতেই চলে গেল, খেয়াল চাপল, ওর যা হয়।

চন্দ্রা।। আমার ছাত্রীর বাড়িতে এসটিডি করেছিল — আমি তাই — আমি শুধু ভাবছি এই এলো বুঝি, এই এলো বুঝি — বসে থেকে থেকে আমি কাল রাতে আর — মা-রা তো আগেই খেয়ে — আমি কেন আজ এলাম এখানে, কেন বলাইদা, আমি কেন এলাম —

বলাই।। চন্দ্রা, প্লিজ, প্লিজ, চন্দ্রা।

চন্দ্রা।। বলাইদা, তুমি কি জানতে, বলো —

মনোজ।। চন্দ্রা, তুমি ওভাররিঅ্যাক্ট করছ, গেছে সো হোয়াট, এরকম করার কী হল?

চন্দ্রা।। না, কিচ্ছু হয়নি মনোজদা। আমি শুধু ভাবি, বিয়েটা করার জন্যে ও এত ব্যস্ত —। আমাকে এটুকু জানাতে ওর কী হয়? আমাকে জানিয়ে তো যেতে পারত। তুমি বলো, তোমরা তো জানো বলাইদা, আমিই বরং চাইনি এত তাড়াতাড়ি, ওই বলল রেজিস্ট্রিটা করে নিতে।

বলাই।। জানি, জানি চন্দ্রা, কী বলব বলো, আমিও তো এই শুনলাম।

চন্দ্রা।। রেজিস্ট্রি হল, ও বলল সোশাল ম্যারেজটা পরে হবে, সময়মত। পরে কবে? আমার বাড়িতে তো জানোই, আমার যে আর কোনওদিন বিয়ে দিতে পারবে, সেখানে এত ভালো পাত্র, এত বড়লোক, নিজে যেচে এসেছে — আমার কথা কেউ শুনল না। তুমি তো আমায় চিনতে, বলাইদা।

মনোজ।। আরে চন্দ্রা, তুমি এই কেবল দেখছ — তাই অবাক হচ্ছ — উই আর এক্সপিরিয়েন্সিং হিম ফর অল দিজ ইয়ারস। সুদেব ইজ লাইক দ্যাট। কানপুর হল, এবার চালাও দীঘা — অ্যান্ড রিয়ালি, দ্যাটস এ কোয়ালিটি, আই এনভি হিম ফর দ্যাট, — ওই ভাইটালিটি।

চন্দ্রা।। ওটুকু নয়, শুধু ওটুকু নয়, মনোজদা, কী বলব আপনাকে, মণিকাদি তো আপনারই স্ত্রী, আপনি তো জানতেন, আপনার কোনও আপত্তি ছিলনা, আপনার চোখের সামনেই ওরা গেছে। কিন্তু আমি, আমি কী বলে নিজেকে বোঝাব, আমি তো দেখেছি, অন্য কাউকে, অন্য কোনও মেয়েকে — ও আমায় বিয়ে করল কেন?

বলাই।। আমি জানিনা, আমি সত্যিই জানিনা, এসব কী ঘটছে, আমি বুঝতে পারছিনা, মনোজ, তুই থাকতে —

মনোজ।। আঃ, তুই আবার — আরে চন্দ্রা, দেখোনা, আমাকে তো দেখছ, সেরকম কিছু হলে — কী বলব তোমায় বলো? ওতো তোমাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, পুরো পাগল তোমার জন্যে। তোমাদের সেই ড্রামা ফেস্টের পর, তুমি প্রাইজ পেলে, ও চেঁচাতে চেঁচাতে ঢুকল, আমাকে দেখে প্রথম কথাই বলল, অ্যাদ্দিনে বিয়ে করছি, একটা মনের মত মেয়ে পেয়েছি। বলো, তুমি বলো, চন্দ্রা।

চন্দ্রা।। ও কি সত্যিই আমায় বিয়ে করতে চেয়েছিল, মনোজদা, বিয়ে তো না, রেজিস্ট্রি, আমি তো এমন কিছু সুন্দরীও নই, নাকি গরিব ঘরের এমন একটা সাধারণ মেয়ে যাকে ও সহজেই ভুলে যেতে পারবে? যাকে ভুলে গিয়ে ও সহজেই নিজের মত জীবন — ওতো একবারও নিজের বাড়িতে আমায় নিয়ে যায়নি।

বলাই।। হ্যাঁ, কেন বলতো মনোজ? এমন নয়তো যে ওর বাড়ি থেকে চন্দ্রার ব্যাপারে আপত্তি করেছে? বিষয়টা কী?

মনোজ।। যদি করেও, ওর তাতে কিছু এসে যায়না। হি কেয়ারস এ ফিগ ফর দ্যাট। আসলে ও এরকমই, এটাই ওর লাইফ-স্টাইল। ফ্যামিলি বন্ডস ও বোঝেই না। সুদেব তোমাকে ভালোবাসে চন্দ্রা, ওর প্রতিক্রিয়া আমি চিনি। তবে ও এরকমই।

চন্দ্রা।। কিন্তু আমি তো এরকম নই। কেন ও আমায় এমন জোর করে বিয়ে করল — আর বিয়ের পরও এই লুকোচুরি? কেন আমার কাছে কখনো স্পষ্ট হয়না, আমার বিয়ে হয়েছে না হয়নি।

মনোজ।। আমি আবার তোমায় বলছি, চন্দ্রা, তুমি ওভাররিঅ্যাক্ট করছ। তোমাদের লাইফস্টাইল আর আউটলুকে অনেক ডিফারেন্স আছে, সেগুলো বোঝো — আরে দেখো, আরে আরে — কী হচ্ছে — বলাই, এই

বলাই।। চন্দ্রা, চন্দ্রা (চন্দ্রাকে চেয়ারে বসায় বলাই, মনোজ রুমাল বার করে দেয়)

মনোজ।। কী হচ্ছে — যাঃ, বাচ্চা মেয়ে সব, আর এই বলাই, ইডিয়েট, তুই রিঅ্যাক্ট করেই আরো

চন্দ্রা।। নাঃ, ঠিক আছে, আমি বরং যাই, যাই আমি।

বলাই।। যাই মানে? তুমি এখন বাড়ি যাবে?

মনোজ।। কী চন্দ্রা, তুমি আজ থাকবেনা?

চন্দ্রা।। (নৈঃশব্দ্য) মনোজদা, আপনারা তো চা খাবেন — শ্রীপদকে ডেকে দিচ্ছি। রান্নাটা দেখি গিয়ে। (চলে যায়)

বলাই।। কবে গেল ওরা, কবে?

মনোজ।। জেনে তুই কী করবি? পরশু, পরশু সন্ধেয়।

বলাই।। তুই অ্যালাও করলি?

মনোজ।। মানে — আমি অ্যালাও করার কে?

বলাই।। মণিকা তোর বৌ, স্ত্রী।

মনোজ।। বৌ-তে পুরোটা এলোনা, তাই আবার স্ত্রী শব্দটা যোগ করলি?

বলাই।। কথা ঘোরাতে চাইছিস?

মনোজ।। হ্যাঁ, ধর কথা ঘোরাতেই চাইছি।

বলাই।। কেন?

মনোজ।। কারণ এই বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাইছিনা — এটা আমার ভালোলাগা বিষয় নয়।

বলাই।। কেন, নিজের স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে বেড়াতে চলে যাওয়া আটকানোর ক্ষমতা নেই বলে?

মনোজ।। সুদেব, সেই অন্য পুরুষ, নিয়ে যেতে চেয়েছিল, মণিকা যেতে চেয়েছিল, তাদের যেতে ইচ্ছে করেছিল। সেই ইচ্ছেটা নাকচ করতে পারাটাই সক্ষমতা? অন্য কোনো সক্ষমতা হয়না?

বলাই।। হয় বুঝি?

মনোজ।। হ্যাঁ, হয়। অন্যের ইচ্ছাপূরণে একটা সক্ষমতা লাগে। ইচ্ছে নাকচ হয়ে যাওয়ার কষ্টটা আমি খুব চিনি। তাই মামের ইচ্ছে, শ্রীপদর ইচ্ছে, মণিকার ইচ্ছে, সবার ইচ্ছে, তোর ইচ্ছেও পূর্ণ করতে আমার খুব ভালো লাগে, কৃতার্থ লাগে নিজেকে।

বলাই।। নিজেকে ভগবান ভাবতে তোর খুব ভালো লাগে না?

মনোজ।। খুব, ভীষণ ভালো লাগে। ভগবানের মল, ডিফিকেশন অফ দি গড হয়ে বেঁচেছি তো ছোটবেলাটা। (হঠাৎ একটু হেসে) হেভি নামালাম না? ঝেড়ে কিন্তু।

বলাই।। দাঁড়া, নিজের খারাপ ছোটবেলাটাকে এত টেনে আনিস কেন মনোজ? আজকের সাফল্যটাকে আরো স্পষ্ট করে তোলার জন্যে, যখন এমনকী আমারও ইচ্ছে তুই পূরণ করতে পারিস।

মনোজ।। কেন, কেন জানিস, শুনবি? কারণ, সেই ছোটবেলার বহু কথা, বহু না-মেটা কথা, বহু ক্ষত, তোদেরকেও বলার আছে। তোকে, সুদেবকে, ধীরেনকে — যারা আমার বন্ধু — যারা আজ আসছে এই বাড়িতে। বহু হিশেব যা কোনোদিন মেটানো হয়নি।

বলাই।। কী হিশেব — যা তোর আমার সঙ্গে মেটানো হয়নি — আমার প্রেস বানানোর সময় তোর ফিনান্স?

মনোজ।। না, না, বলাই, না — প্লিজ, নিজেকে ছোট করিস না। ওই ফিনান্সিং আমার কাছ থেকে না হলেও আর কারো কাছ থেকে পেতিস, যার প্রত্যেকটা ইনস্টলমেন্ট তুই ঠিক সময়ে দিস। আর তোর একসময়ের রাজনীতি, তোর একা জীবন, তোর লিটল ম্যাগাজিন — এই সবটা মিলিয়ে তোর যে ছবি আমার চোখের সামনে, তাতে ওটুকুকে হিশেব করতে গেলে, শুধু তোকে না আমাকেও ছোট করা হয়।

বলাই।। তাহলে কী হিশেব তোর মেটানো হয়নি?

মনোজ।। আমার বাবাকে তোর মনে আছে, বলাই? কালোকোটপরা রেলের চেকার সেই শুয়োরের বাচ্চা — দ্যাট সন-অফ-এ-বিচ — দ্যাট মাদারফাকার অফ এ ফাদার — যে প্রত্যেকদিন, প্রত্যহ, রোজ — দুটো করে ডিমসেদ্ধ কিনে আনত রাস্তার দোকান থেকে, তারপর খেত, সাদার মধ্যে উজ্জ্বল হলুদ, গুঁড়ো গুঁড়ো কালচে ঝালনুন — আর আমার বোনটা — বাক্সের নিচে চেপ্টে মরে শুকিয়ে যাওয়া ইঁদুরের মত চেয়ে থাকত — কুঁকড়ে যাওয়া রোগা নোংরা শরীরের চোখ দিয়ে লালা ঝরত — এগুলো তুই জানিস।

বলাই।। হ্যাঁ, তুই আমায় বলেছিলি — ইস্কুলের পিছনের ডোবার ধারে বসে, তুই বলছিলি আর আমার গা শিউরে উঠছিল, গা ঘিনঘিন করছিল, আর পুকুরের জলে তুই —

মনোজ।। হ্যাঁ, থুতু ফেলছিলাম আর ব্যাংবাজি ছুঁড়ছিলাম। তোকে আমি বলেছিলাম, সবচেয়ে বেশিবার লাফালো যে ব্যাংবাজিটা, ততবার, ততবার, তার চেয়েও বেশিবার আমি লাথি মারব ওই শুয়োরের বাচ্চাটার তলপেটে, আমি ওর পেট ফাটিয়ে নাড়িভুড়ি বার করে দেব।

বলাই।। তুই বলছিলি আর শুনতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। আমার তখন খুব ভগবানে বিশ্বাস ছিল — আর বাবামাকেও খুব ভালোবাসতাম। আমি বাড়ি গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলাম।

মনোজ।। কেঁদে ফেলেছিলি — তোর খুব দুঃখ হয়েছিল, সমবেদনা হয়েছিল। সেইজন্যে তোর বাড়িতে আমায় যেতে বলেছিলি — তোর মা, মূর্তিমতী স্নেহময়ী মা, লালপাড় শাড়ি, আমাকে ডিমসেদ্ধ খেতে দিয়েছিলেন। আমার তখন খুব — খুব ঘেন্না হয়েছিল। তোকে তোর বাড়িকে তোর বাবাকে মাকে সবকিছুকে শুধু থুতু দিতে ইচ্ছে করেছিল — তবু আমি সেই ডিমসেদ্ধ আর সন্দেশ খেয়ে নিয়েছিলাম — কেন জানিস?

বলাই।। কেন?

মনোজ।। কারণ খাবারগুলোয় আমার খুব লোভ হচ্ছিল, আমার বোনের মত — ভীষণ লোভ। আস্ত আস্ত চারটে সন্দেশ আর দুটো সেদ্ধ ডিম — তখন তো কোনো কোনো দিন খেতে পেতাম — খুব লোভ হচ্ছিল আমার — লোভ আর ঘেন্না। (চা নিয়ে ঢুকতে থাকা শ্রীপদর সঙ্গে ধাক্কা খায়) এই, এই শুয়োরের বাচ্চা — তুই এখানে কী করছিস, কী করছিস তুই?

শ্রীপদ।। (চা-টা টেবিলে রাখতে রাখতে) আমি কী করব — আপনিই তো পড়লেন আমার গায়ে

মনোজ।। কথার উপর কথা, লাথি মেরে তোর কোমর ভেঙ্গে দেব — শুয়োরের বাচ্চা। (মারতে গিয়েও থামে, বলাই এগিয়ে এসে মনোজকে ধরে) ওকে, ইটস ওকে, আই হ্যাভ লার্নড টু লিভ উইথ ইট। (চা রাখে শ্রীপদ)

শ্রীপদ।। (চলে যেতে যেতে) চা-টা খেয়ে নিন। (একটু তাকিয়ে থেকে মনোজের মুখে হাসি আসে)

বলাই।। এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস কেন — তোর প্রেশারটা আবার

মনোজ।। না, ঠিক আছে, ঠিক আছে বলাই, আমার ছোটবেলাটা — ওই সময়টা ছিল খুব খারাপ। তুই ঠিকই বলেছিস, মরা সময়টাকে এত টেনে আনি কেন? ওই সময়টা, সময়গুলো তো রয়েও যায়, রয়ে যায় আর চেয়ে থাকে — ওই স্কাল্পচারটার মত বিস্ফারিত চোখ নিয়ে — দ্যাট বাস্টার্ড গোজ অন ওয়চিং আস — টাইম, ওই স্কাল্পচারটার নামই টাইম। দেখেছিস?

বলাই।। সত্যি, এটা দেখিনি তো, কবে আনলি?

মনোজ।। এবার, দিল্লী থেকে, মামের পছন্দ। একজরবিটান্টলি কস্টলি, মণিকাও হেজিটেট করছিল। কিন্তু তুই তো জানিস, আমার ছোটবেলা তো মামের না, দ্যাট কান্ট বি, ও তাই পারে যা আমরা পারিনি। আচ্ছা, তুই তো এসব বুঝিস, বলতো, মাম বেশ ডিফারেন্ট না?

বলাই।। ওর বয়সী অ্যাভারেজ মেয়েদের চেয়ে ও অনেকটাই অন্যরকম। অনেকটা। কিন্তু এই অন্যরকম হওয়াটা ভালো না মন্দ, আমি সবসময় বুঝতে পারিনা। আর, ওর এই অন্যরকম হওয়ার তো কিছু ডেফিনিট কারণও আছে, তাই না? (বলাই তাকায় বাড়ির দিকে) তবে ওর নিজের জায়গাটা, এই ছবি-আঁকা, এইগুলোয় ওর ডেফিনিট ট্যালেন্ট আছে।

মনোজ।। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার গোটা জীবনটাই, অতীত, বর্তমান, এত খারাপ, সো ফিলদি ইট ইজ — মাম, মাম যদি আমার নিজের মেয়ে হত, ও কি আদৌ হত এরকম, এতটা ডিফারেন্ট?

বলাই।। কী করছিস তুই?

মনোজ।। না, তাই মনে হয়, যা হয়েছে তা হয়ত ভালোই হয়েছে। সব কিছু এরকমই হওয়ার কথা ছিল — দে, আমায় একটা সিগারেট দে।

বলাই।। তুই খাবি সিগারেট — খাসনা।

মনোজ।। আমি চাইছি, তুই দে।

বলাই।। প্লিজ, ডাক্তাররা রোজ বারণ করছে। (মনোজ হাত বাড়িয়ে থাকে, বলাই চেয়ারের গায়ে ঝোলানো উইন্ডচিটারের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে, মনোজকে দেয়, মনোজ ধরিয়ে নিজের পকেটে রেখে দেয়)

মনোজ।। তুই আর একটা কিনে নিস। আমার চাইতে ভালো লাগেনা। (সিগারেট টানে) প্রার্থনা করে যাতে শরীর পেতে না হয়, সেইজন্যে আমি বিয়ে করেছিলাম — আবহাওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে যার শরীরে আমি হাত দিতে পারব।

বলাই।। আমার খারাপ লাগছে জানিস, চন্দ্রার জন্যে। রেজিস্ট্রি হয়ে যাওয়ার পর থেকেই, ওদের ভিতর কেমন একটা দূরত্ব। চন্দ্রা আবার সেটা মেটানোরও চেষ্টা করছে। আজ তো নিজে থেকেই সকাল সকাল আসতে চাইল। আমি একবার আসতামই, কবে বলেছি মামের অয়েল কালারের সেটটার জন্যে, মুনিচাঁদ কাল পাঠিয়েছে, সেটা আনতে যাব, তার আগে ড্রিংক্স কিছু লাগবে কিনা জেনে যাই।

মনোজ।। হ্যাঁ, ভালো করেছিস।

বলাই।। প্রেসেও যাব, একটা প্রিন্ট অর্ডার আছে, সুভেনিরের। তা চন্দ্রা নিজেই বলল, চলো আমিও যাই। আর ও তোকে বেশ পছন্দও করে। মেয়েটা ভালো, বাড়ির অবস্থা তো জানিস, তার মধ্যে টিউশনি, নাটক। আসলে ওই তুই যা বললি, দুজনেব এত গ্যাপ, অর্থনৈতিক অবস্থার, লাইফস্টাইলের।

মনোজ।। আর সেই গ্যাপটাকে তুই ফিলআপ করছিস?

বলাই।। সবকিছু নিয়ে রসিকতা করিস না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় চন্দ্রাও কি সুদেবকে অ্যাভয়েড করতে চায়? এই যে আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইল? অবশ্য যা ঘটছে তাতে অ্যাভয়েড না করেই বা কী করবে? যা ঘটল আজকে।

মনোজ।। বাঃ, চমৎকার, কুছ ঘটনা ঘটাও বলাই, ঘটা কিছু। তারপর, তোর আর সুদেবের যখন ডুয়েল হবে আমি রেফারির বাঁশি বাজাব আর তোদের জয়েন্ট ফিউনারালে একটা ভোজ দেব।

বলাই।। মনোজ, প্লিজ, তোর এই ইয়ার্কিগুলো থামা। তুই নিজে পারছিস এইসব মেনে নিতে?

মনোজ।। কী মেনে নিতে পারছিনা?

বলাই।। তোর স্ত্রী-র এই অন্য পুরুষের সঙ্গে যাওয়াটা —

মনোজ।। উঃ, বলাই, শোন, তুই বারবার যে নৈতিকতাটার ইঙ্গিত করছিস, সেটায় আমার কিছু এসে যায়না। আমার স্ত্রী মণিকা যদি তার চুক্তিসঙ্গত ন্যায়সঙ্গত পুরুষ এই আমাকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য কোনো পুরুষ সুদেবের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক চায়, তাতে আমার কিছু এসে যায়না — বরং, বোধহয়, তাতে আমি একটা আরামই পাই।

বলাই।। আরাম পাস?

মনোজ।। হ্যাঁ, মণিকা নামক ওই নারীটিকে পৃথিবীর যাবতীয় কিছু দেওয়ার দায়িত্ব আমার, একান্ত আমারই — এই ভার থেকে মুক্ত হওয়ার আরাম।

বলাই।। তাহলে এই বিষয়ে তুই আলোচনা করতে চাইছিসনা কেন?

মনোজ।। সেই কারণটা অন্য।

বলাই।। কী — কী কারণ?

মনোজ।। সেটা বলা যায়না।

বলাই।। কী এমন গোপন কারণ সেটা যা তুই তোর বন্ধুকেও বলতে পারিসনা?

মনোজ।। পারিনা, সেটা গোপন বলে নয়, আমার গোপন কিছু নেই। প্রত্যেকটা গোপন করার পেছনে একটা ভয় পাওয়া থাকে, সত্যের সামনে দাঁড়াতে ভয় পাওয়া। পারিনা, কারণ, বলার কোনো মানে নেই — বলে কিছু বোঝানো যায়না — আমি তোকে বোঝাতে পারবনা।

বলাই।। কেন পারবিনা বোঝাতে — আমি তোর জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনাই জানি।

মনোজ।। দেখ বলাই, তুই একটা হাফসন্ন্যাসী, ওই হাফগেরস্ত যেমন, ঘর নেই, সংসার নেই, কনফার্মড এঁড়ে বুঝিস, তোকে বোঝাতে আমি কেন,পার্সোনেলের সুহাসিনী রাজনও পারবেনা। মেয়েটাকে নেওয়াটা তখন খুব ভালো ডিসিশন হয়েছিল, কিছু ধৈর্য।

বলাই।। কথা ঘোরাসনা। (মনোজ হাসে) বোঝাতে পারবিনা, না বোঝাতে চাইছিসনা?

মনোজ।। বোঝাতে পারবনা। ধর এইমাত্র এই যে বললাম, মণিকার ভার থেকে মুক্ত হওয়ার আরাম — তার মানে কী এই যে আমি মুক্ত হতেই চাই — শুধু তাই-ই চাই, তাতো নয়। একটা কিছুর মধ্যে আরো অনেক কিছু মিশে থাকে — আলাদা করে, বলে, কিছু বোঝানো যায়না।

বলাই।। বল, তুই বোঝা আমাকে, আমি বুঝতে পারব, ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু।

মনোজ।। বন্ধু — নিখাদ অবিমিশ্র বন্ধু বলেও তো কিছু হয়না।

বলাই।। তার মানে কী?

মনোজ।। ধর, একটু আগে, কথা বলার সময়, আমি যেই পুরোনো হিশেবের কথা তুললাম, তোর প্রথমেই মাথায় এলো ফিনান্সের কথা। এটা তো ভুলও না, কারণ, তুই যে আমার বন্ধু, কাজের জীবনে সেই আমার কাছ থেকেই তোকে ঋণ নিতে হয়েছে, সেই ঋণগ্রহীতার ভূমিকাটা তোর বন্ধুর ভূমিকার মধ্যে মিশে থাকছে। বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগী মিশে থাকে, প্রতিযোগীর মধ্যে স্তাবক, স্তাবকের মধ্যে দাস, দাসের মধ্যে প্রেমিক, এইরকম কত কিছু।

বলাই।। কী বলছিস — বন্ধুর মধ্যে প্রতিযোগী, স্তাবক — তুই কি আমায় কিছু বলছিস?

মনোজ।। ঠিক, ঠিক তাই হল, যা ভেবেছিলাম, কাউকে কিছু বলে বোঝানো যায়না, কাউকে না, কিচ্ছু না, আমি জানি, তবু তুই আমায় জোর করলি, আমারই দোষ, আমি তোর কথায় নির্ভর করলাম। কাউকে, কাউকে, কাউকে কিছু বোঝানো যায়না বলাই, নিজের কথাগুলোই, আরো আরো ভুল রকমে নিজের কাছে ফিরে আসে — ভুল বুঝবে, নিজের মত বুঝবে, কিন্তু বুঝবেনা। কিচ্ছু না। কেন, তাও কেন, বোঝাতে চাই আমি, কেন, কেন? (মাম ঢোকে)

মাম।। কী হয়েছে তোমাদের — কাকু, বাবা, তোমার কী হয়েছে?

মনোজ।। কিচ্ছু হয়নি মাম, কিচ্ছু তো হয়না আজকাল আর। হওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। ধর, তোর এই কাকু, প্রাক্তন বিপ্লবী, সেদিন ওই সিরিয়ালটায় দেখছিলি, দ্যাখ, দাড়িটাও একইরকম, তোর এই কাকুরাই একসময় কতকিছু ঘটাতে চেয়েছিল, কিছু কিছু তো ঘটত-ও, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। ঘট্না আর ঘটেনা।এখন ওরা শুধু কথা বলে। সিরিয়ালে, বাগানের চেয়ারে, আর তখন তাদের প্রতিভাবান প্রবাসী শিল্পী মেয়েরা সাতার কেটে এসে তাদের জিগেশ করে —

মাম।। বাবা, তুমি সবসময়ই এই করো, নিজের কোনো কথা কখনো কাউকে বলতে চাওনা।

মনোজ।। দেখেছ বলাই, তোমার সাফল্য, আমার মেয়ে অব্দি তোমারই প্রতিধ্বনি করছে।

মাম।। বলাইকাকু, তুমি বলোতো, ঠিক কী হয়েছে। আমি জামাকাপড় ছেড়ে শ্রীপদকে বলতে যাচ্ছি, আমাকে আর চন্দ্রামাসিকে কিছু খেতে দিতে, হঠাৎ বাবার গলা পেলাম, এরকম গলা তো শুনিনা, ভায়োলেন্ট না, কেমন ডিস্টার্বড — কী হয়েছিল?

মনোজ।। শোনো সেটা ভালো করে, আমি চান সেরে নিই, নিজে এতক্ষণ সাতার কেটে ফ্রেশ — এমনিতে তো হাজার মাইল দূরে হোস্টেলে, বাবার কথা একটু খেয়াল করতে শেখ, যত্ন নিতে শেখ, তোকে তো বিয়ে দিতে হবে আমাদের।

বলাই।। সত্যি, তুই কেমন অদ্ভুত ভাবে বড় হয়ে গেলি, মাম।

মাম।। তাও তো এতটাই বড় যে আমি এলে তোমাদের কথা থামিয়ে দিতে হয়, অন্য কথা বলতে হয়।

বলাই।। তোর স্বভাবটা দাঁড়াচ্ছে ঠিক তোর বাবার মত। এই যে সমস্ত কথাকেই এরকম পেঁচিয়ে ভাবা — এটা একটা অসাধারণ ক্ষমতা, স্বীকার করতেই হবে।

মনোজ।। তোরা গল্প কর। আমি আসছি। মাম নে, আমার চেয়ারটায় বোস। বলাই, তুই কিন্তু মনে করে সিং-এর ওখানে যাস, ও তবু কিছু ভ্যারাইটি রাখে, আর ওর ঘরে তো আমার অ্যাকাউন্ট আছেই। স্কচটা আছে, আর কী লাগবে দেখিস। তুই বরং স্কুটার রেখে গাড়ি নিয়ে যা। আমি চানটা সেরে নি।

মাম।। বললে না তো, কী নিয়ে কথা হচ্ছিল? আমি আসা মাত্র বাবা এমন ভাব করল যেন কিছুই ঘটেনি।

বলাই।। তেমন কিছু না।

মনোজ।। আমি বলে দিই — এককথায়। কেন সুদেবের সঙ্গে মণিকা দীঘা যাওয়ায় আমি আপত্তি করিনি — সেটাই বলাই-এর প্রশ্ন। মারাত্মক চটেছিল আজ, বুঝলি মাম।

বলাই।। তা নয়, আসলে তোকে আমি বুঝিনা।

মাম।। কী — কাকু, তোমার জেলাসি হচ্ছিল, তোমার সঙ্গে না গিয়ে সুদেবকাকুর সঙ্গে গেছে বলে?

মনোজ।। হাঃ হাঃ, শোনো শোনো, চমৎকার, বলাই তোর কাছেই টাইট। (বেরিয়ে যায়)

বলাই।। না, দেখ — আমরা কতদিনের বন্ধু, সেই ছোটবেলা থেকে। নানা জনে নানা জায়গায় চলে গেল, আমি এসে জুটলাম এইখানে, প্রেস খুললাম, বাবার টাকাপয়সা যা ছিল তাই দিয়ে, পরে তোর বাবাও ফিনান্স করেছে, জানিস। তারপর তোর বাবাও এল, এইখানেই। ফ্যাক্টরি, বিজনেস সেন্টার, শেষে এই বাড়িটা করল, জমি। যোগাযোগটা রয়ে গেল।

মাম।। তুমি আর বাবা, তোমরা দুজনেই দুজনকে খুব ভালোবাসো। এবার তো আমরা টারম্যাক অব্দি চলে এসেছিলাম, বাবা আবার ডিউটি ফ্রি শপ অব্দি গেল, তুমি রেড ওয়াইন পছন্দ করো। আবার গালাগাল-ও যা করে তোমাকেই।

বলাই।। জানি মাম। আমিও তো সূর্য ডুবতে না ডুবতেই চলে আসি এখানে, আর কোথাও যেতে ইচ্ছেই করেনা।

মাম।। আমি হস্টেলে বসে যখনই ভাবি, যে ছবিটা মাথায় ইমার্জ করে এখানকার, সেটা তোমাদের দুজনের, আর কেউ নেই, তোমরা দুজন অন্ধকার বাগানে বসে আছো। অনেক দূর থেকে হালকা নীল আলো পড়েছে তোমাদের মুখে, টেবিলে, কাঁচে।

বলাই।। এবার তোরা দিল্লী যাওয়ার পর শ্রীপদ একদিন আমায় বলল, আপনিও চলে যান, তখন খেয়াল করলাম, মনোজ, মানে তোরা, না থাকায়, একা লাগছে খুব।

মাম।। মনোজ, মানে তোরা — তুমি না একদম কথা বানাতে পারো না, তুমি নিশ্চই জেমিনি নও, জেমিনিরা খুব ফ্লার্ট হয়। (বলাই হাসে) হ্যাঁ, সত্যি, লিন্ডা গুডম্যানে আছে, ভীষণ মেলে।

বলাই।। হোস্টেলে এই সব পড়িস, না? কাজ করছিস, তোর ছবি, স্কাল্পচার? বন্ধু হয়েছে তোর ওখানে?

মাম।। হ্যাঁ, সেতো হবেই, একই রুটিন, সবকিছুই একসঙ্গে, কিন্তু মেয়েদের আমার ভালো লাগেনা।

বলাই।। ও — তাই নাকি?

মাম।। ধ্যাৎ, ওরকম কিছু না। (শ্রীপদ ঢোকে, হাতে ট্রে-তে গ্লাস, সঙ্গে চন্দ্রা)এই তো চন্দ্রামাসিকে গল্প করছিলাম, হোস্টেলের মেয়েগুলো কী মিন।

বলাই।। কীরে চা আনলি? চন্দ্রা কী করছিলে?

মাম।। আমার ঘরে বসে বাবার গান শুনছিল।

বলাই।। মানে?

মাম।। মানে আবার কী, যে সিডিটা চালাতে বলল সেটা বাবা শোনে —

বলাই।। তাই বল, আমি ভাবলাম তোর বাবা গাইছে।

শ্রীপদ।। নাও, ছোটমেম, তোমার জুস। (মামের হাতে দেয়)

মাম।। আমার জুস, ও, বাবা চান করতে গেল, না? আমার না এই রোদ্দুরে মাথা ধরছে, আমি বরং ঘরে গিয়ে খাই।

শ্রীপদ।। না, এখানেই খাও, একা একা খায় নাকি কেউ?

মাম।। কেন, একা খেলে কী হয়?

শ্রীপদ।। একা খেতে হয় পিন্ডি — পিন্ডি দেয়না গয়ায় — সেটা তো একা ছাড়া খাওয়াই যায়না। তুমি অবশ্য এসব বুঝবেনা।

চন্দ্রা।। উঃ, এর পর, তোমাদের মত আমিও শ্রীপদকে মিস করব।

বলাই।। মাম, মাথা ধরেছে, তুই বরং ঘরে যা, চন্দ্রাও আছে, আমি যাই, আমায় বেরোতে হবে একটু।

চন্দ্রা।। আমরা আনলাম এসব, খেয়ে যাও, খাওনি তো সকালে, বলাইদা।

বলাই।। বেশ, চলো, রোজ তো ওই শ্রীপদর পিন্ডি-ই খাই, একাএকা।

মাম।। চন্দ্রামাসি কী কেয়ারিং। আমার কেয়ারিং মেয়েদের খুব ভালো লাগে। কেন বলোতো, আমার মনে হয়, আমি যার পেটে হয়েছিলাম সে তো গ্রামের মেয়ে ছিল।

বলাই।। আঃ, মাম।

মাম।। শোনো, আমি সত্যিই এটায় কষ্ট পাইনা, বরং, কথা উঠলেই তুমি যা করো।

চন্দ্রা।। তাহলে আর উঠিয়োনা, এটাও, কেয়ারিং হওয়া। এই চলো তো এবার সব চলো। এটা আমিই নিচ্ছি (ট্রে-টা তোলে, বলাই হাত দিয়ে আপত্তি জানায়) কেন, মাম এই মাত্র বলল না যে আমি খুব কেয়ারিং (তিনজনে বেরিয়ে যায়)।

****

শ্রীপদ টেবিল সরায়, চেয়ার, জল দিতে থাকে।

হৃষীকেশ লনের সামনে এসে দাঁড়ায়, চারদিকে তাকায়, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরেটা দেখে। শ্রীপদ দেখে এগিয়ে যায়, নিরীক্ষণ করে।

শ্রীপদ।। আপনি কি ঢুকছেন না বেরোচ্ছেন?

হৃষীকেশ।। অ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছি।

শ্রীপদ।। দাঁড়িয়ে কী করছেন?

হৃষীকেশ।। দেখছি চারপাশের সবকিছু। টানা ধানক্ষেত চলছিল। হঠাৎ তার ভিতর এই বিশাল প্রাসাদ। সামনে ওই প্রকাণ্ড গেট। ওপাশে, পিছনে, সব মহীরূহ, এরকম তো কোথাও দেখিনা। একটা লোকের সম্পূর্ণ নিজের একটা জঙ্গল।

শ্রীপদ।। মধ্যে একটা পুকুর আছে, তার পাড় বাঁধিয়ে সাঁতারের জায়গা, একটা হলুদ সিঁড়ি, তার গায়ে জলের আলো পড়ে।

হৃষীকেশ।। এখানে তো সবকিছুই হলুদ। ওপাশে, গেটের বাইরে থেকে সোজা চোখে পড়ে গ্যারাজটার হলুদ ছাদ, আর তাতে কালো বর্ডার। হলুদ আর কালো। দুটোই বড় উজ্জ্বল রং। কালো অবশ্য কোনো রং নয়, রং-এর অনুপস্থিতি, এসব আমি শেখাতাম একসময় — জানো।

শ্রীপদ।। গাড়িটাও দেখা যায় অনেক দূর থেকে। গ্রামের কাছে গলায় দড়ি দেওয়ার বটগাছের ওখান থেকেও দেখা যায়। লোকে গলায় দড়ি দিতে দিতেও দেখতে পায়। ভালো দেখায় বেশ, ঝকমক করে, মরে যাওয়ার আগে মনটাও বেশ ভালো থাকে।

হৃষীকেশ।। বাড়িটা যে আমায় অবাক করে দেবে সেটা অবশ্য সুদেব আমায় আগেই বলেছিল।

শ্রীপদ।। ও, আপনি সুদেবকাকুর লোক!

হৃষীকেশ।। আমি তো কারুর লোক নই বাবা।

শ্রীপদ।। ও, সুদেবকাকুর কাছে এসেছেন?

হৃষীকেশ।। শুধু সুদেব কেন — মনোজ কোথায়?

শ্রীপদ।। বাথরুমে, কোনোদিনই দাদা পুকুরে নামেনা। পুকুর তো সবাই ভালোবাসেনা।

হৃষীকেশ।। অনেকে সমুদ্র ভালোবাসে। অনেক জল, শেষ নেই। জল মানে শীতল আরাম। জলের আর এক নাম জীবন। জল তো বাঁচায় মানুষকে — যখন আগুন ঘিরে আসছে, হাওয়া দিচ্ছে, দপদপ করে লাফিয়ে উঠছে আগুন, তোমার শরীর ক্রমে পুড়ে কালো কুঁকড়ে যাচ্ছে, তখন জল তোমায় বাঁচিয়ে দিতে পারত, বোধহয়।

শ্রীপদ।। (তাকিয়ে থেকে) আপনি আসুন, বসুন, চেয়ার তো আছেই, ছোটো না, বেশ বড় চেয়ার। আরো চেয়ার আছে। অবশ্য আপনি বুড়োমানুষ একা আর কটা চেয়ারেই বা বসবেন? (হৃষীকেশ বসে)

মনোজ ঢুকতে গিয়েও হৃষীকেশকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর ঢোকে।

মনোজ।। আরে, মাস্টারমশাই, আপনি, কোথা থেকে, কখন এলেন? (সামনে দাঁড়ায়, প্রণাম করতে যায়, হৃষীকেশ বাধা দেয়)

হৃষীকেশ।। থাক থাক, ভালো থাকো। তুমি দেখামাত্রই চিনতে পারলে? তোমার মনে আছে আমায়?

মনোজ।। হ্যাঁ, মনে যে আছে তাতো দেখাই যাচ্ছে। কতবছর হল বাঁধাঘাট ছেড়েছি, তারপর আর দেখাই হয়নি। আপনি বোধহয় একইরকম আছেন মাস্টারমশাই।

হৃষীকেশ।। জানিনা, নিজের বদল নিজে কি বোঝা যায়?

মনোজ।। আপনি আমায় কেমন দেখছেন, দেখে মনে হচ্ছে আমার কোনো বদল ঘটেছে?

হৃষীকেশ।। সেটাই ভাবছিলাম এতক্ষণ। তুমি বলতে একটা কমবয়েসি ছেলেমানুষ মুখ আমার মাথায় ছিল, জানিনা সেটা তোমারই কিনা। আসতে আসতে পথেও দেখেছি মুখটা। হঠাৎ সেটা হারিয়ে গেল, আর খুঁজে পাচ্ছিনা।

মনোজ।। আমার নিজের মুখটা আমি নিজেই আজকাল, প্রায়ই, হারিয়ে ফেলি। আরও সকালের দিকটায়, চশমা ভুলে, প্লাস পাওয়ার, চালশের, যখন খালিচোখে আয়নার দিকে তাকাই।

শ্রীপদ।। কেন, চশমা তো আরো একটা আছে আপনার।

মনোজ।। একটা বই পড়েছিলাম, একজন অন্ধ দার্শনিক — সে তার অন্ধত্বকে সৌভাগ্য বলে ভাবছে, কিছু আর তাকে দেখতে হচ্ছেনা, নিজের সঙ্গেই থাকতে পারছে।

হৃষীকেশ।। তুমি এখনো বই পড়ো মনোজ? সময় পাও?

মনোজ।। পড়ি আর কোথায়, মাস্টারমশাই? তবে অন্ধকারের ভিতর, একা, চারপাশে অন্ধকার, আজকাল প্রায়ই থাকি। রাতে ঘুম আসেনা। আগে অ্যাংজাইটির ওষুধ খেতাম। আজকাল, দিনদিন, এই ঘুম না হওয়াটাকেই এনজয় করছি।

হৃষীকেশ।। ঘুম কেন হয়না তোমার — খুব বেশি বড়লোক হয়ে গেছো বলে? কিসের অ্যাংজাইটি — গরিব হয়ে পড়ার?

মনোজ।। হাঃ হাঃ, এটা একটা বলেছেন বটে।

হৃষীকেশ।। তোমার বাড়িটা বিশাল, প্রাচীন সৌধের মত।

মনোজ।। ভালো লাগছিল? প্ল্যানটা ভার্গবের, দিল্লীর আর্কিটেক্ট। একটা পুরোনো বাড়ি ছিল, সেটা ভেঙ্গে বানানো।

হৃষীকেশ।। আশেপাশে যে দুচারটে দোকান, সেই দোকানের লোকগুলো, সবাইকে এই বাড়িটার পাশে পুতুলের মত লাগছিল। পুতুলের ঘরের মত। ঝুলনের সময়, বিকাশ তুমি তোমরা সবাই যেমন সাজাতে। তোমার চারপাশের সবাইকে তুমি পুতুল করে দিয়েছো — এটা তুমি ভালোবাসো, তাই না?

মনোজ।। পুতুল তো আমিও, মাস্টারমশাই, সেটা দিল্লীতে — যাকগে, আপনাকে এই বাড়ির হদিশ কে দিল? আপনার তো এই বাড়ির ঠিকানা জানার কথা নয়।

হৃষীকেশ।। যে দিল তার তো আজ সকাল থেকেই এখানে থাকার কথা।

মনোজ।। কে, কার কথা বলছেন, সুদেব?

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে আমার হঠাৎই দেখা হল। আমি ওকে বিকাশের কথা জিজ্ঞাসা করলাম, ও কিছু জানে কিনা বিকাশের কথা — টাকাপয়সা পাঠায়না, চিঠি লেখেনা, একবার আসেনা পর্যন্ত। সুদেব দেখলাম সবই জানে। সুদেব আমায় বলল বিকাশ বরাবরই একটু স্বার্থপর ধরণের। তোমারও কি তাই মনে হয় মনোজ?

মনোজ।। কই, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তো সুদেব আমায় কিছু বলেনি।

হৃষীকেশ।। বিকাশ স্বার্থপর ধরণের — সবার, প্রতিটা মানুষেরই এক একটা ধরণ হয়? আমি কী ধরণের? মানুষ কী করে জানে সে কী ধরণের?

মনোজ।। সুদেব বোধহয় সময়ই পায়নি, বুঝলেন, পরশু এলো কানপুর থেকে। এসেই সোজা দীঘা গেল। ওর লাইফস্টাইলটাই এই, বুঝলেন মাস্টারমশাই, সুদেবের ধরণটা এইরকম।

শ্রীপদ।। এদিকে আবার টেবিলে বসলে ওঠেই না, জাগ জাগ শুধু জলই খেয়ে ফেলে, মদও খায়। আবার কোকোকোলার ছিপি ফেলে।

মনোজ।। তোকে কথা বলতে বলেছি?

শ্রীপদ।। না, আমি তো নিজেই বললাম।

মনোজ।। (কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) সুদেব দীঘা যাওয়ার তাড়াতেই বোধহয় আপনার কথাটা বলে যেতে পারেনি। তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ওর আজই ফেরার কথা, এখনি। আজ আমার এখানে একটা উপলক্ষ্য আছে, আমার মেয়ে মামের

হৃষীকেশ।। আমি একটু জল খাব। (মনোজ শ্রীপদকে ইঙ্গিত করে, শ্রীপদ চলে যায়)

মনোজ।। আমার মেয়ে মামের আজ জন্মদিন।

হৃষীকেশ।। ও।

মনোজ।। মামের জন্মদিনে আমরা সবাই এখানে আসি, ছোটবেলার সব বন্ধুরা। এই বাড়িটা হওয়ার পর থেকে, এই কবছর ধরে। আমারও অ্যাকটিভিটির সেন্টার আজকাল এটাই।

হৃষীকেশ।। ছোটবেলার সব বন্ধুরা আসবে আজকে এই বাড়িতে।

মনোজ।। ওই আর কী — একটা গেট টুগেদার — বলাইয়ের প্ল্যান। ও-ও তো সেটল করেছে এখানেই। একটা প্রেস খুলেছে। রোজ রাত্তিরে বসি দুজনে। আমার ফ্যাক্টরি দিয়ে শুরু হয়ে দিনকে দিন জায়গাটা বেশ জমে গেল।

হৃষীকেশ।। সব বন্ধুরা আসবে — প্রত্যেকে?

মনোজ।। চারজন — বলাই, ধীরেন, সুদেব আর আমি।

হৃষীকেশ।। বিকাশ আসেনা, ও তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা?

মনোজ।। মাস্টারমশাই, চলুন, আপনি একটু রেস্ট নিয়ে নেবেন, আপনাকে ঘরটা দেখিয়ে দি। (শ্রীপদ জল নিয়ে ঢোকে) কীরে, তুই কি বরফ গলিয়ে জল আনছিলি?

শ্রীপদ।। নাতো, আনব?

মনোজ।। না। বুঝলেন মাস্টারমশাই, আমাদের বলাই ও ঘরে শুয়ে গান শোনে, জঙ্গল দেখে। গেলেই দেখবেন, জানলার ওপারেই বিরাট বিরাট ঝাঁকড়া গাছ। আর দেওয়ালজোড়া দুটো ছবি — মামের পছন্দ। ও দিল্লীতে আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখছে।

শ্রীপদ।। শেখার আগেই ছোটমেম ছবি আঁকতে পারত।

মনোজ।। বুঝলেন মাস্টারমশাই, আমি বাগান চাইনি, চেয়েছিলাম একটা আদিমতা। নানা জায়গা থেকে একদম বুনো গাছ এনে লাগিয়েছি।

হৃষীকেশ।। আমিও দেখছিলাম তাই, কত রকমের গাছ, বেশিরভাগই চিনিনা।

শ্রীপদ।। মালী-ও চিনতনা, তাই তো পালিয়ে গেল।

মনোজ।। রবার লাগিয়েছি, বেত লাগিয়েছি। দেখবেন, বেতগাছের জঙ্গল হয়ে গেছে।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, দেখব, এই ঘন সবুজ, দেখে শান্তি হয়। বাঁধাঘাটে আর কোনো গাছ নেই। ছোটো ছোটো বাড়িতে ভরে গেছে। ওখানে আর কিছু দেখবার নেই, আমার-ও দেখার নেই আর কিছু। কেউ আর নেই ওখানে।

মনোজ।। ধীরেন এলেই বলে, বাড়িটাকে জঙ্গল করে তুলেছিস, কী টেস্ট তোর। আমি বোধহয় সত্যিই একটু বন্য প্রকৃতির। রাতের বেলা, ঘন অন্ধকারে, মাঝে মাঝে মনে হয়, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাই। গায়ে চোখে কপালে গাছের পাতা আর ডাল, খসখসে গুঁড়ি।

হৃষীকেশ।। বিকাশ একদিন বিকেলে রেশন নিয়ে ফিরল, তোমার মনে আছে মনোজ, ওর হাতে চারটে ব্যাগ, তুমি বারান্দার নিচে দাওয়ায় পিঁপড়ে নিয়ে খেলছিলে।

মনোজ।। এরকম তো কতদিনই ঘটেছে মাস্টারমশাই, সেরকম আলাদা কিছু তো নয়।

হৃষীকেশ।। সেদিন সকালে ও আমার একমাত্র ফাউন্টেন পেনটা ভেঙ্গেছিল, আমি ওকে খুব মারছিলাম, ওর হাতে তখনও ধরা চারটে ব্যাগ, আমি মারছি, তুমি তাকিয়ে আছো। তোমার সেই মুখটা হঠাৎ আমার আবার মনে পড়ে গেল।

মনোজ।। হঠাৎ এটা বললেন কেন?

হৃষীকেশ।। বোধহয় তোমাকে দেখে আমি বিকাশকে মনে করার চেষ্টা করছিলাম। জানো, আমি বিকাশকে আর মনে করতে পারিনা। হয়তো মনে করতে গেলাম, মনে পড়ল ওর অঙ্কের খাতা। এইমাত্র মনে পড়ছিল ওই রেশনের ব্যাগ চারটে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সত্যিই কি বিকাশ বলে কেউ ছিল? আমার কোনো ছেলে ছিল কোনো দিন? সত্যিই ওরকম কোনো জীবন কোনোদিন কেটেছে আমার?

মনোজ।। আপনি যখন আমার ছেলেমানুষ মুখের কথা বলছিলেন, মাস্টারমশাই, আমার-ও বেশ অদ্ভুত লাগছিল। তাহলে সত্যিই ছিলাম কোনোদিন ছেলেমানুষ? এইতো সেদিন শুনলাম, চেম্বার অফ কমার্সের একজন মিনিস্টারকে বলেছে, ছেলেটা ভীষণ মিন আর ভিন্ডিক্টিভ। আমার তো মজাই লাগল, আমায় এখনো 'ছেলেটা' বলা যায় তাহলে। যাকগে, আপনি বাঁধাঘাট থেকে এসেছেন এত সকালে, একটু কিছু খান। শ্রীপদ, উনি আমার মাস্টারমশাই, একটু চা আন।

শ্রীপদ।। আমি আগেই বসিয়ে দিয়েছি।

মনোজ।। বাবা।

হৃষীকেশ।। আমার চায়ে চিনি দিওনা। একটু বেশি চা দিও, দুই কাপ, একটা স্টিলের গ্লাসে।

শ্রীপদ চেয়ে থাকে।

মনোজ।। তুই টিপট-টা নিয়ে আয়, উনি দুকাপ তিনকাপ যা খান, তুই ঢেলে দিবি। আর মিষ্টি ছাড়া কোনো বিস্কুট আনিস। আপনার নুনে প্রব্লেম নেই তো মাস্টারমশাই? (হৃষীকেশ মাথা নাড়ায়) মাস্টারমশাই, আসার পথে ধানজমিগুলো দেখলেন?

হৃষীকেশ।। স্টেশনের পর থেকেই তো টানা ধানক্ষেত, সেই লাইনের ধার থেকে তোমার বাড়ি অব্দি।

মনোজ।। ভাবছি ওই ধানজমিটা কিনে ফেললে হয়।

হৃষীকেশ।। ওই অতটা ধানজমি?

মনোজ।। না, ভাবছি, দেখি। এই নিউজপ্রিন্টের প্ল্যানটা যদি টিক করে যায়। আসলে এই বাড়িটার পুরো গ্র্যাঞ্জারটাই নষ্ট হয়ে যাবে ওই ধানজমিটা চলে গেলে। আর এদিকেও রিয়াল এস্টেট — ওই প্রোমোটারি তো শুরু হয়ে গেছে। ধানক্ষেতটাকে বাঁচাতে হবে।

হৃষীকেশ।। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে?

মনোজ।। এখনো যায়নি, যাবে তো। কদিনের মধ্যেই হয়তো ধানজমি জুড়ে ইঁটের বস্তি হয়ে গেল, গিজগিজে বাড়ি।

হৃষীকেশ।। বাঁধাঘাট যেমন হয়ে গেছে।

মনোজ।। হ্যাঁ, ল্যান্ডস্কেপটাকে বাঁচাতে হবে। কিনে নিলে হয়, তাই না মাস্টারমশাই? আর, পরে যদি মনে হয় টাকাটা ব্লক হয়ে গেছে, কোনো অ্যাগ্রোফার্মিং টার্মিং তো করাই যায়।

হৃষীকেশ।। যদি বর্গা হয়ে যায়?

মনোজ।। সব কিছুরই প্রতিষেধক আছে মাস্টারমশাই। নয় একটা পরিবেশ বাঁচাও এনজিও হবে, আরো আমার ফ্যাক্টরির বিষবাষ্প তো আছেই। শুনতে পাচ্ছেন মাস্টারমশাই, পাখি ডাকছে। ধানজমিটা চলে গেলে তখন ক্যাসেটের দোকানে ক্যাসেট বাজবে, মাইকে ভোটের বক্তৃতা আর পুজোপ্যান্ডেলের — উঃ বাবা।

শ্রীপদ চা আনে।

হৃষীকেশ।। মনোজ, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

মনোজ।। স্বচ্ছন্দে

হৃষীকেশ।। না, মানে, এত জমি কিনছ

মনোজ।। কিনব কিনা ভাবছি

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, মানে, ওই আরকি, জমি, এত বড় একটা বাড়ি, এত বড় বাগান, তুমি কী ভাবে — মানে তুমি তো পৈতৃক সূত্রে কিছু তেমন

মনোজ।। না, একটা কপর্দকও নয়, আপনি তো পুরোটাই জানেন

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ। তাই জানতে চাইছিলাম, কীভাবে আর কী, ভালো লাগছে আমার সবটা দেখে

মনোজ।। জমিটা ছিল মহিষাদলের রাজাদের।

শ্রীপদ।। সেই রাজা কুকুরের পিঠে চড়ত, বুড়োবাবা।

হৃষীকেশ।। মানে?

শ্রীপদ।। ওই যেরকম ঘোড়ার পিঠে চড়ে, ক্যালেন্ডারের ছবিতে, একটা কুকুর আবার তিন-পা-ওলা, লেজের মাথাটা সাদা।

মনোজ।। তুই থামবি? পুরো পাগল করে দেবে। কিছু না মাস্টারমশাই, এই জমির মধ্যে একটা আস্তাবল ছিল, ঘোড়াটোড়া তো সব লাটে উঠে গেছে কবেই, আমরা যখন পজেশন নিলাম তখন তাতে কয়েকটা নেড়ি কুকুর থাকত, সেটাই ও দেখেছে আর কী ভেবে নিয়েছে কে জানে।

হৃষীকেশ।। ও।

মনোজ।। আর এসব যে ও ভেবেছে সেটা আমি এইমাত্র জানলাম।

শ্রীপদ।। আপনি তো কিছুই জানেন না। আমি দেখেছি রাজা মাঝে সাঝে সেই কুকুর খুঁজতে আসে, সাঁঝের দিকে।

মাম ঢোকে।

মাম।। কী পরে আসে রাজা?

মনোজ।। ও, আয়, আয়, এই দেখ —

মাম।। সেই রাজা কী পরে আসে কুকুর খুঁজতে, পাগড়ি, তরোয়াল?

শ্রীপদ।। গেঞ্জি, হাতে একটা ডাল নিয়ে আসে, জানো বুড়োবাবা, ঝোপের ভিতর ডাল নড়ায়, খোঁজে।

মাম।। কী খোঁজে?

শ্রীপদ।। সেসব ভালো জানিনা, কুকুরের বাচ্চা বা মানকচু —

মাম।। বা কুকুরের ডিমও হতে পারে, রাজারা হয়তো কুকুরের ডিম ভেজে খায়।

শ্রীপদ।। তাই?

মনোজ।। এরা দেখছি বাঁচতে দেবেনা। শ্রীপদ, তোর এখন কোনো কাজ আছে?

মাম।। হ্যাঁ, অনেক কাজ, চন্দ্রামাসি ডাকছে, আমিও আজকে রান্না করব।

মনোজ।। চন্দ্রা এসে কি ওইসব করছে নাকি?

মাম।। না, বলে দিচ্ছে সব।

মনোজ।। কেন, মণিকা বলে যায়নি?

মাম।। কী জানি — কেন, বললে কী হয়েছে?

মনোজ।। না, কিছু হয়নি। শ্রীপদ, যা, দেখ তুই। মাস্টারমশাই, এই যে আমার মেয়ে। মাম, উনি আমাদের পড়িয়েছেন ছোটো বেলায়।

মাম।। ও, হা—নমস্কার।

হৃষীকেশ।। তুমি ছবি আঁকো?

মাম।। (মাথা নাড়ায়) আপনি কি অনেকদূর থেকে এসেছেন?

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, দূর থেকে।

মনোজ।। বাঁধাঘাট থেকে, সেই যে আমরা ছোটোবেলায় যেখানে থাকতাম।

মাম।। বলাইকাকুও।

মনোজ।। হ্যাঁ, বলাই, আমি, ধীরেন, সুদেব — সবাই ওনার ছাত্র ছিলাম।

হৃষীকেশ।। আর বিকাশও।

মনোজ।। বিকাশও। (মামের দিকে তাকায়)

মাম।। কী হল, চলো তুমি, চন্দ্রামাসি খুঁজছে সব, পাচ্ছেনা — বললাম না, আমিও আজ একটা রান্না করব। এতক্ষণ ধরে একটা রেসিপি খুঁজে বার করেছি।

শ্রীপদ।। আমায় খেতে বলবেনা তো?

মনোজ।। মাম, তুই এইরকম রাঁধিস নাকি?

শ্রীপদ।। ছোটমেম ফ্রায়েড রাইস রাঁধল, তারপর থেকে বাড়িতে পাখি কমে গেছে, ওদের খেতে দিয়েছিলাম।

মাম হাত তুলে গুলি করার ভঙ্গী করে, শ্রীপদ পড়ে যায়, ওরা বেরিয়ে যায়। মনোজ আর একবার কাপ ভরে দেয়।

হৃষীকেশ।। মনোজ, তোমার স্ত্রী, বৌমাকে তো একবারও দেখলাম না।

মনোজ।। বললাম না, দীঘা গেছে দুজনে মিলে, সুদেব আর ও।

হৃষীকেশ।। সুদেব তোমার বৌয়ের সঙ্গে দীঘা গেছে?

মনোজ।। হ্যাঁ, আগেও গেছে অনেক। মুকুটমণিপুর, চাঁদিপুর। সুদেব তো আছেই, মণিকাও একটু একসেনট্রিক। আজকাল মেতেছে ফিল্মক্লাব নিয়ে। ও এই বাড়িতেই থাকে অকেশনালি। ওদের কলকাতার বাড়িতেই থাকে। আর সুদেবের তো বাপ-ঠাকুর্দার রেখে যাওয়া ওই বিরাট বিজনেস, অটো, অটো-পার্টস-এর, পুরো ওড়াচ্ছে। গাড়ির বাতিক।

হৃষীকেশ।। গাড়ির বাতিক মানে?

মনোজ।। গাড়ির নেশা তো ওর, গাড়ি চালানোর। এই যে দীঘা গেল, নানা র‍্যালিতে যায়। গাড়ি ছাড়া যাবে নাকি ও? ব্যবসার কাজে নানা জায়গায়, পাটনা কানপুর, ভুপাল, সব গাড়ি চালিয়ে। সময়ও তো নষ্ট হয়। কে শোনে? এই দেখুন না, পরের বৌকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে দুহাতে টাকা ওড়াচ্ছে।

হৃষীকেশ।। পরের— ওঃ (বিষম খায়, কাপ নামিয়ে রাখে)। সময়টা কেমন বদলে গেল, আমি আর কিছু বুঝিনা। সুদেবেরও অনেক টাকা, না?

মনোজ।। পারিবারিক ব্যবসাটা বিরাট — ওড়ালেও অনেক।

মাম ঢোকে, হাতে কর্ডলেস।

মাম।। তোমার পার্সোনাল নাম্বারে ফোন — ভাইজাগ থেকে —সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট।

মনোজ।। দে, হ্যালো, হ্যালো নায়ার, ইয়েস, ইয়েস — দেন, হোয়াট অ্যাবাউট দা আদার ভেসেলস। (পিছনের দিকে উঠে যায়, মাম এসে বসে হৃষীকেশের সামনে)

মাম।। আমার রান্না চলছে — মানে চন্দ্রামাসির আর আমার। কোনো কালো ভিনিগার নেই, উরসেস্টার সস নেই, মানুষ এভাবে রাঁধতে পারে?

হৃষীকেশ।। তুমি ভালোবাসো রান্না করতে?

মাম।। ভীষণ। আরো তিনচারদিন রেঁধেছি। শ্রীপদ ওইসব বানালো। আমি খুব ভালো রাঁধি। হিটের সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়াল গুলো কেমন বদলে যেতে থাকে।

হৃষীকেশ।। তোমার আজ জন্মদিন, তুমি আজ আগুনের কাছে যাবে? সাবধান, সাবধানে থেকো, আগুন খুব খারাপ।

মাম।। ওখানে শ্রীপদ থাকে, আর আমাকে শুধু জ্ঞান দেয়। আজ তো চন্দ্রামাসিও আছে, আর এটা মাইক্রোওয়েভে করছি।

হৃষীকেশ।। ও।

মাম।। আপনি দূর থেকে এসেছেন, আমি কীভাবে জানলাম বলুন তো?

হৃষীকেশ।। কীভাবে?

মাম।। আপনার ছাতা থেকে, ওটা দেখেই মনে হল।

হৃষীকেশ।। ছাতাটা খুব পুরোনো হয়ে গেছে।

মাম।। হ্যাঁ, খুব ইন্টারেস্টিং, কয়েকটা এচিং আছে ব্রিটিশরাজ ইন ইন্ডিয়ায়, তার ছাতাগুলো একদম এইরকম। একটু নিই। এই বাঁকটা খুব টিপিকাল — আরো এটা বেতের তো। হাতলটা কালো হলে দ্যাট লুকস ইংলিশ, খুব বোরিং লাগে। তুমি সবসময় এই ছাতাটা নিয়ে ঘোরো — কী ভারি।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, সবসময়, গ্রীষ্ম বর্ষা শীত — সব ঋতুতেই। ছাতাটা বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে।

মাম।। বহু মানে কত?

হৃষীকেশ।। অ্যাঁ — পয়তাল্লিশ বছর। আমার স্ত্রী, আমার চেয়ে সাত বছরের ছোটো, তিনি যেদিন এলেন, সেই বিয়ের দিন থেকে আছে ছাতাটা। দুজনেরই বয়স হল, শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, দুজনেই আছে এই পয়তাল্লিশ বছর।

মনোজ ফোন করতে করতে স্টেজের বাইরে চলে গেছিল, এবার আসে, ফোনছাড়া।

মনোজ।। মাস্টারমশাই, আপনি একটু মামের সঙ্গে গল্প করুন, আমি আসছি। সুদেব মণিকা এখ্খুনি এসে যাবে। ধীরেনের একটু দেরি হতে পারে। আমি আসছি। (বেরিয়ে যায়)

মাম।। তুমি সবাইকে চেনো, শুধু নমিতাকাকিকে ছাড়া?

হৃষীকেশ।। এদের কারো স্ত্রীকেই আমি চিনিনা, তোমার মাকেও না।

মাম।। বলাইকাকু তো বিয়েই করেনি। না করাই ভালো।

হৃষীকেশ।। কেন?

মাম।। বলাইকাকু কী সুন্দর গান গায়। আমি যা চাই, তাই এনে দেয়, আমায় সজারুর কাঁটা এনে দিয়েছিল, এবার জ্যান্ত সজারু এনে দেবে, পুষব। এই দেখোনা, আমার জন্যে প্রেজেন্ট আনতে গেছে, আজ আমার জন্মদিন।

হৃষীকেশ।। আমি তো তোমায় কিছু দেবনা।

মাম।। দিতেই হবে এমন কী কথা আছে? নয়তো পরে দিও।

শ্রীপদ ঢুকে ওদের সামনে এসে বসে

মাম।। কেটেছো ওগুলো?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, কখন।

মাম।। বাবা কোথায় গেল?

শ্রীপদ।। উপরের ঘরে, ফোন করছে, টিভির বাক্সটা নিয়ে গেল।

মাম।। টিভির বাক্স না, ওটা ল্যাপটপ কম্পিউটার। নিচের ঘরে বড় যেটায় আমি কাজ করি, সেটারই ছোটো।

শ্রীপদ।। কাজ করো না, তুমি তো খেলো।

মাম।। মোটেই না, একদিন বলাইকাকুর সঙ্গে কম্পিউটার গেমস খেলেছিলাম। ও যেগুলো বোঝেনা সেগুলো নিয়েই কথা বলে — ওটায় আমি গ্র্যাফিক্স করি।

শ্রীপদ।। দাদা তোমায় বকেছিল।

মাম।। মোটেই বকেনি।

হৃষীকেশ।। দাদা মানে?

মাম।। বাবা। ও-তো বাবাকে দাদা বলে।

হৃষীকেশ।। কেন, দাদা কেন?

মাম।। ও যাকে যা খুশি বলে। মার নিজের বাড়িতে, বিয়ের আগের, ও থাকত আগে —

হৃষীকেশ।। তোমার মামাবাড়িতে —

মাম।। মামাবাড়ি না, আমার তো কোনো মামাই নেই। সেইখানে আগে থাকত বলে মাকে বলে পিসি। বলাইকাকু সুদেবকাকুদের কাকু বলে, আবার বাবাকে দাদা, আমাকে ছোটোমেম — কোনো ঠিক নেই, ওর তো মাথা খারাপ, সবাই জানে।

শ্রীপদ।। আমার মাথা খারাপ না তোমার? রোজ রোজ তোমার মাথায় যন্ত্রনা করে। আমার করেনা।

মাম।। বাবাকে তাহলে দাদা বলো কেন?

শ্রীপদ।। যাকে দেখে যা মনে হয়, তাই বলি।

মাম।। ও তোমার একটা অদ্ভুত নাম দিয়েছে, বুড়োবাবা। আমায় রান্নাঘরে বলল, বুড়োবাবা গ্লাসে করে চা খায়।

শ্রীপদ।। আমাদের গ্রামে এক বুড়োবাবা আসত, আলখাল্লা পরা, সব অসুখ সারিয়ে দিত, তার দাড়ি ছিল এত বড় বড়, সাপের গরুর সাথে কথা বলত, কুকুরদের সাথে।

মাম।। কীরকম করে — ভৌ ভৌ, হাম্বা, ম্যাঁ—?

হৃষীকেশ।। একজন পীর ফকির — আমাকে দেখে তোমার তার কথা মনে পড়ল, কেন?

মাম।। ছাড়ো তো, সব বানাচ্ছে, কোনোদিন গ্রাম দেখেইনি বলতে গেলে, ছোটোবেলায় চলে এসেছে। ওর গ্রামের নাম জানো — কোড়া। আগে বলত কুইড়া। সেখানে একটা জায়গা আছে, নাম ঝাঁটিপাহাড়ি। সেখানে গরম হাওয়াকে বলে ঝলা। এই, তুমি এগুলোও বানাওনি তো?

শ্রীপদ।। বানাব কেন? আমার বাড়ির সব কথাই মনে আছে, গত জন্মের কথাই বলে মনে আছে আমার।

মাম।। তুমি ছোটোবেলায় আমায় ভয় দেখাতে, ভয় দেখাতে চাইতে না, কিন্তু দেখিয়ে ফেলতে, মনে আছে, বাবা তোমায় বারণ করে দিয়েছিল?

মনোজ।। (ঢুকতে ঢুকতে) বাঃ, তোমরা এখানে বেশ জন্মদিন বসিয়েছ তো। আমিও এসে গেলাম। চন্দ্রা নেই এখানে?

মাম।। শুয়ে আছে ঘরে।

মনোজ।। ও।

শ্রীপদ মাটিতে উবু হয়ে কান লাগায়।

মাম।। (হৃষীকেশকে) দেখো, ও কী করছে।

মনোজ।। এই, উনি আমার মাস্টারমশাই, তুমি বলছিস কিরে? (শ্রীপদকে) কী — পেলি শব্দ?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, এখনও একটু দেরি আছে।

হৃষীকেশ।। কী শব্দ? দেরি কিসের?

মাম।। ওই মা আর সুদেবকাকুর আসার। ওদের গাড়ির শব্দ।

মনোজ।। ও মাটিতে কান ঠেকিয়ে শুনতে পায়। তোকে একটা কুকুর বললেই হয়।

শ্রীপদ।। যাই, গ্যারাজটা খুলিগে, দর্জির দোকান পার হয়ে গেছে।

মনোজ।। এই, ধীরেনরা নয়তো?

শ্রীপদ।। আমি তো হর্ন পেয়েই মাটিতে কান দিলাম। যাই দেখি। (বেরিয়ে যায়)

মনোজ।। ধীরেনও বেশ ওয়েল এস্ট্যাব্লিশড মাস্টারমশাই। শিলিগুড়ির ইনকামট্যাক্স উকিল। শ্বশুরের অগাধ সম্পত্তি, সুদেব বলে, ইনকামট্যাক্সের ঝঞ্ঝাট আর উকিলের খরচ কমাতে বিয়ে দিয়েছে। তেমন কিছু একটা হলনা এক বলাইটারই।

মাম।। বলাইকাকু কী সুন্দর গান গায়।

মনোজ।। সে তো বটেই। শুধু গান না।

হৃষীকেশ।। বলাই নাকি বিয়ে করেনি?

মনোজ।। ওঃ, মাম বলল না? ওর তো আপনাকে ভালো লেগে গেছে দেখছি, শ্রীপদরও। আমার বেশ অবাক লাগছিল।

মাম।। আমাকে মাস্টারমশাই ওই ছাতাটা দেবে বলেছে।

মনোজ।। তোর-ও কি মাস্টারমশাই নাকি?

হৃষীকেশ।। কই — আমি তো এমন — ছি, মা — ওই ছেঁড়া ছাতা, গরিবমানুষের — আমি তো বলিনি

মনোজ।। সে আমি বুঝতেই পেরেছি। ওর নিশ্চই হঠাৎ শখ হয়েছে। আর হয়েছে যখন আপনি না দিয়ে আর পার পাবেননা।

মাম।। তুমি তো বললে জন্মদিনে কী দেবে? অবশ্য তোমার এই ছাতাটার সঙ্গে একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট আছে —

হৃষীকেশ।। সে মা, তুমি চাইলে —

মনোজ।। কিছু কি দিতেই হবে — উঃ, তুই যে কী কাবুলিওয়ালা হয়েছিস।

শ্রীপদ।। (ঢুকতে ঢুকতে) পিসি এসে গেছে। (তার হাতে ব্যাগ)

হৃষীকেশ।। পিসি মানে তোমার স্ত্রী এসেছে?

মনোজ।। হ্যাঁ।

হৃষীকেশ।। তার মানে সুদেবও এসেছে?

মনোজ।। হ্যাঁ, ডেকে দিচ্ছি। এদিকে আমার অফিসে একটা — ভেবেছিলাম যাবনা।

মাম।। আমিও যাই, ওরা নিশ্চই অনেক ঝিনুক এনেছে, সি-শেল। শি সেলস সি-শেলস অন দি সি-শোর, শি সেলস সি-শেলস অন দি সি-শোর... (চলে যায়)

শ্রীপদ।। সুদেবকাকু তো আসেনি।

মনোজ।। মানে?

শ্রীপদ।। না। আসেনি। গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে, পিসি এল কন্ট্র্যাক্টরের গাড়িতে। বাসস্ট্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছে।

মনোজ।। ওঃ, কী অদ্ভুত, সুদেব — যা, তুই যা, চল, আমিও যাচ্ছি। মাস্টারমশাই, আপনি বরং ওই ঘরে গিয়ে রেস্ট নিন। শ্রীপদ, তুই দেখিয়ে দে।

শ্রীপদ।। আমি পিসির ব্যাগটা ঘরে রেখে আসি। (মনোজ বেরিয়ে যায়) চলো বুড়োবাবা, তুমিও ঘরে চলো।

হৃষীকেশ।। আমি যদি বাগানে যাই? বাগানের রাস্তাটা কোন দিক দিয়ে?

শ্রীপদ।। ডানদিকে, গ্যারাজের পিছন দিয়ে। আর একটু চা খাবে? গেলাশে করে? তখন তো কাপেই খেলে। আগে ঘরে চলো, তোমায় চা দিই।

হৃষীকেশ।। তোমার বাবা বেঁচে আছে?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, গ্রামে। ডান হাতটা নেই। আগে কারখানায় কাজ করত।

হৃষীকেশ।। তুমি তোমার বাবাকে দেখো? সাহায্য করো তাকে?

শ্রীপদ।। না, মাজেসাজে আসে, তখন টাকা নিয়ে যায়। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

মণিকা ঢোকে, পেছনে মনোজ।

মণিকা।। টিপট পড়ে আছে, কাপ পড়ে আছে, কিছুই তোলেনি কেন শ্রীপদ?

মনোজ।। তুলবে, সবই তুলে ফেলবে, কিন্তু বোধহয় তুমি কিছু একটা বলছিলে মণিকা।

মণিকা।। বলছিলাম নাকি?

মনোজ।। আমার তাই মনে হয়।

মণিকা।। শ্রীপদ তোমার কাছে ভীষণ আস্কারা পায়। মায়ের কাছে ও একদম সিধে থাকত। (চেয়ারে বসে) এই শোনো, ওই চেয়ারটা একটু ঠেলে দাও প্লিজ। (মণিকা পা তুলে দেয়) তুমি নিশ্চই এখ্খুনি বসছো না?

মনোজ।। আমি অপেক্ষা করছি।

মণিকা।। চা খেয়েছি দুবার, আর খাবনা, কিন্তু মাথাটা একটু ধরে আছে। বোধহয় হ্যাংওভার হচ্ছে। কাল সুদেবদা ব্রান্ডি দিল, অল্পই। কেন যে মানুষ খায় এসব? শোনো মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে?

মনোজ।। মণিকা, আমি অপেক্ষা করে আছি।

মণিকা।। দেখো, আই হ্যাভ স্টার্টেড গ্রেয়িং, কদিন আগেই দেখলাম দুটো, আরও থাকতে পারে। তোমাকে বলাই হয়নি, লাস্ট ফোর্টনাইটে একবারও — উই হ্যাভ নট বিন দ্যাট ইন্টিমেট — তাই না?

মনোজ।। মণিকা, মণিকা।

মণিকা।। ইয়েস, আই নো — কিন্তু কেন, অপেক্ষা করে আছো কেন? তোমার যদি একটা বিষয় নিয়ে ন্যাগ করা স্বভাব হয়, আমি তার কী করতে পারি? আই ক্যান্ট হেল্প ইট।

মনোজ।। বিহেভ ইয়োরসেল্ফ মণিকা, ইউ আর ট্রায়িং টু ইরিটেট মি।

মণিকা।। আমার ভীষণ হাসি পায় জানো, তোমার এই বিহেভ ইয়োরসেল্ফ বলা শুনলে।

মনোজ।। হাসি পায় কেন?

মণিকা।। কারণ তুমি তোমার সিনেমায় দেখা চরিত্রদের নকলে কথা বলছ। রেগে গিয়ে এই বিহেভ ইয়োরসেল্ফ বলাটা তোমার স্বাভাবিকতা নয়। পয়সা খরচ করে, ক্যাসেট কিনে, ফিল্ম দেখে তোমায় শিখতে হয়েছে। বড্ড কস্ট-ইন্টেন্সিভ। (জিভ দিয়ে চ্‌ক্ চ্‌ক্ শব্দ করে)

মনোজ।। করতে হয়েছে কেন মণিকা, কী কারণে?

মণিকা।। কী কারণে সেটা আমি জানব কী করে? আমার জানার প্রয়োজনটাই বা কী?

মনোজ।। তবু—

মণিকা।। হয়ত তুমি তোমার বাঁধাঘাটের না-খেতে পাওয়ার মফস্বলী অতীতের জন্যে লজ্জা পেতে — হয়ত সেটা ভুলতে চাও তুমি।

মনোজ।। না না মণিকা, আমি ভুলতে চাইনা। উল্টে টা। ওটা আমার জোরের জায়গা। ভুলতে চাইনি বলেই বদলে ফেলার তাগিদটা আমায় তাড়া করেছে। বদলটা ঘটাতেই হবে, তাই সবকিছু ভেঙ্গেছি আমি, সবকিছু। সেগুলো আমায় মনে করানোর দরকার নেই মণিকা, তোমার চেয়েও ভালো করে জানি।

মণিকা।। জানো, বোধহয় মনে থাকেনা, বা, হয়তো, নিজেকেও ভোলাতে চাও — তোমার না-খেতে পাওয়া, রিলেটিভদের বাড়িতে তোমার গলগ্রহের ভাত, তাদের টিটকিরি, যখন লোকে তোমায় ঠিক সেই চোখে দেখত যে চোখে আজ তুমি মানুষকে দেখো।

মনোজ।। তুমি আমায় যেগুলো বলে অপমান করতে চাইছো মণিকা, (হাসে) তার প্রত্যেকটা আমার জোরের জায়গা, ওগুলোই আমাকে এখানে এনেছে।

মণিকা।। আনফরচুনেটলি প্রত্যেকটা সোশাল ক্লাইম্বারই তাই মনে করে। তার নিজের সাফল্যের জন্যে নিজের নোংরা হীনতাগুলোকে একটা উদ্দেশ্য মিশন করে দেখাতে চায়।

মনোজ।। মজার কথাটা কী জানো মণিকা, আমার অতীতটার প্রতি আমার চেয়েও বেশি সচেতন তুমি। আমার ঐ অতীতটার জন্যেই আমার পরিশ্রম আর অর্জনটাকে তোমার হীনতা বলে মনে হচ্ছে।

মণিকা।। ঠিক, একদম ঠিক। যখন উচ্চবিত্ত ইংরিজিওলাদের পার্টিতে তুমি তোমার নকলকরা স্মার্টনেস নিয়ে, নকলকরা পরিশীলিত ভঙ্গী নিয়ে মেশার চেষ্টা করো — সেটা ভীষণ ধরা পড়ে যায়। তার চেয়ে অনেক স্বাভাবিক লাগে তোমায় যখন তুমি চীৎকার করো, তোমার কারখানার লোকদের গালাগাল দাও, শ্রীপদকে দাও, তোমার অধীনস্থ সবাইকে — তুমি আসলে ঠিক যাদের মত — যাদের প্রতি তোমার ঘৃণাটা আসলে তোমার নিজের অতীতের প্রতি ঘৃণা।

মনোজ।। মণিকা।

মণিকা।। আর কে পুরমে ফিনান্স সেক্রেটারির ফ্ল্যাটে লেট নাইট পার্টিতে তুমি স্প্যানিয়েল সাজার চেষ্টা করছিলে (জিভ দিয়ে চ্‌ক্‌ চ্‌ক্‌ শব্দ করে) — পারছিলেনা, তুমি যতই চেষ্টা করো — বাঁধাঘাটের রাস্তার কুকুরই রয়ে গেছো আজো। বাইরের আবরণের নিচে নোংরা ঘা-গুলো অব্দি আছে।

মনোজ।। আর তোমার এই বাইরের আবরণটা যেমন, তার নিচে তোমার সুন্দর শরীরটা যেমন, তোমার নীচতাটাও সেই একই রকম নির্বোধ। একইরকম নির্বোধ ভোঁতা এবং কুৎসিত। একটা সুন্দর শরীরের নীচ রুচির ভোঁতা মেয়েমানুষ তুমি।

মণিকা।। সুন্দর শরীর, হ্যাঁ, তুমি নিজেই সিজন পেরিয়ে যেতে থাকা কুকুরের মত শরীরই চেয়েছিলে, সুন্দর শরীর, শরীর ছাড়া আর কিছু চাওয়ার সামর্থ্যই তোমার ছিলনা। ছোটোবেলার দারিদ্র তোমার আর কিছু চাওয়ার ক্ষমতাটাকেই নষ্ট করে দিয়েছিল।

মনোজ।। আর তোমার কী ছিল মণিকা? তোমার আত্মা? তোমার বিদগ্ধ আত্মা? যা তোমাকে তোমার শরীরের বাইরে একটা পরিশীলিত চেতনা দিয়েছিল?

মণিকা।। ছিল। সেটা বোঝার সাধ্য তোমার হয়নি — বিয়ের পর প্রথম রাত্তিরেই তুমি যখন অন্ধ একটা মাংসপিণ্ডের মত আমার কাঁধে তোমার কপাল ঘষছিলে, বারবার বলছিলে, তোমার শরীরটা কি সুন্দর, তোমার শরীরটা আমায় দেখতে দাও। হুঁঃ। ক্যাসেট কিনে টেবলটক শেখা যায় মনোজ, ফোরপ্লে শেখা যায়না।

মনোজ।। দেখার মত আর তোমার কী ছিল মণিকা — তোমার সিডাকশন — যা তোমার এলিট পরিবারে পাওয়া আশৈশব এলিটিজমের মত তুমি তোমার মাতৃগর্ভ থেকেই পেয়েছিলে? যা স্থানে অস্থানে কোথাওই বিকিরণ না করে পারতে না?

মণিকা।। এইটাই তুমি ভেবে নিতে চাও — যতটুকু তুমি দেখো, দেখতে পাও, তার বাইরে আর দেখার কিছু নেই। না ভেবে তুমি কী করবে? নিজের তৈরি করা ছকের বাইরে, তোমার টাকা আর ক্ষমতা — এই নিয়ে তোমার যে ভীষণ ছোট্ট জগত — সেই জগতের বাইরে, সেই জগতের থেকে অন্যরকম কিছু বোঝা তোমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

মনোজ।। এটা বোধহয় ঠিকই বলছ — তুমি ঠিকই বলেছ মণিকা — এই জায়গাটায় আমার কিছু করার ছিলনা। বছরের পর বছর ধরে নিজেকেই নিজে ঠেলে ঠেলে বেত মেরে মেরে আঘাত করে নিয়ে এসেছি — ওটাই তোমার উদ্দেশ্য, ওইখানে তোমায় পৌঁছতে হবে —

মণিকা।। যে করে হোক।

মনোজ।। হ্যাঁ, যে করে হোক। ওখানে তোমায় পৌঁছতেই হবে। আর সব, আর সমস্ত কিছুকে তুমি ভুলে যেতে পারো, এমনকী নিজেকেও। নিজেকেও তো আমি কত শাস্তি দিইনি, কাঠের পাখির চোখের মণি ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাওয়ার দোষে।

মণিকা।। নিজেকে অত্যাচার করেছ, অত্যাচার করতে করতেও আনন্দ পেয়েছ, নিজের সাধনা দেখে তৃপ্তি পেয়েছ। তোমার সাধনা, তোমার, সবটাই তোমার নিজের। তোমার। অন্য কাউকে তার মত করে নেওয়ার ধৈর্য তুমি কোনোদিন দেখিয়েছ মনোজ? সবাইকে তুমি পেতে চেয়েছ যেভাবে তুমি পেতে চাও, যেভাবে তোমার উদ্দেশ্যর সঙ্গে তোমার সঙ্গে মানানসই হয়।

মনোজ।। আমি, আমি জানিনা —তুমি বোধহয় ঠিকই বলছ মণিকা।

মণিকা।। হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলছি। আর তুমি কেন এত তাড়াতাড়ি মেনে নিলে জানো? কারণ, তুমি নিজেকে যেভাবে ভাবতে চাও, যেরকম হওয়াটা তোমার বেশ মানানসই লাগে — সেই ছবিটার সঙ্গে আমার এই কথাগুলো মিলে যাচ্ছে। আর — দাঁড়াও, দাঁড়াও, — হ্যাঁ — আর একটা কারণও হতে পারে।

মনোজ।। আর কী কারণ?

মণিকা।। হ্যাঁ, ঠিক, আমি নিশ্চিত। সেটাই কারণ। আমি দেখেছি তোমায় চূড়ান্ত উত্তেজনার মূহুর্তেও তোমার ষড়্যন্ত্র একটুও না ভুলতে। কাপুরের সঙ্গে মুখে মদ ছোড়াছুড়ি চীৎকার ভাঙচুরের ভিতরেই তুমি বাথরুম দিয়ে বেরিয়ে এসে দিবাকরকে ফোনে জানিয়েছিলে টেন্ডার বদলে যাওয়ার সংবাদ। আমি নিশ্চিত — এটাই কারণ।

মনোজ।। কী কারণ?

মণিকা।। আমি নিশ্চিত — গাড়ি থেকে নেমে যে কথাটা তোমায় বলতে শুরু করেছিলাম, সেই ঘটনাটা কী, তার প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি, তার শুরু থেকে শেষ অব্দি জেনে নেওয়ার জন্যে তুমি উদগ্রীব। আর আমার সঙ্গে এই ঝগড়াটা তোমাকে তোমার উদ্দেশ্য চরিতার্থতার পথে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সেইজন্যেই এত সহজে তুমি মেনে নিলে — হাঃ।

মনোজ হাত ছোঁড়ে, কী করবে বুঝতে পারেনা, মণিকার পায়ের নিচ থেকে চেয়ারটা টেনে বার করে নেয়, মণিকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

মনোজ।। আমাকে উত্যক্ত করা, বিব্রত করা, অপমান করা — এর বাইরে আর তুমি কী পারো?

মণিকা।। আর কী পাওয়ার যোগ্যতা আছে তোমার? পাগলা কুকুরের মত চীৎকার করতে করতে আর ষড়্যন্ত্র করতে করতে আর কিছু পাওয়া যায়না।

মনোজ।। মণিকা তুমি চুপ করো, মণিকা তুমি চুপ করো।

মণিকা।। চীৎকার করে ভয় দেখিয়ো আর কাউকে, তোমারই মত অন্য কাউকে।

মনোজ।। তুমি আমায় উত্যক্ত করছ

মণিকা।। আমার বয়ে গেছে, আমিও কি কুকুর নাকি?

মনোজ।। হ্যাঁ, তাই-ই তুই করেছিস — এছাড়া আর কী করেছিস, গত পনেরো বছরে — কী করেছিস তুই — শুয়োরের বাচ্চা — দিনের পর দিন, রাতের পর রাত — যখন আমি পরিশ্রান্ত বিধবস্ত হয়ে তোর কাছে এসেছি — তুই শুধু আঁচড়েছিস, কামড়েছিস, আমার তলপেটে লাথি মেরেছিস।

মনোজ এতক্ষণ হাতের ভিতর নাড়তে থাকা চেয়ারটা ছুঁড়ে মারে। মণিকা চেয়ার থেকে উঠে মনোজের কাছে যায়, মনোজের গায় হাত দেয়, মনোজ দুই হাত মুখে তোলে, চেপে ধরে, ধীরে ধীরে বসে পড়ে মাটিতে। মণিকা মনোজের কাঁধে মাথায় হাত দেয়, পাশে বসে, মনোজের মাথাটা নিজের বুকে টেনে আনে।

মণিকা।। আসলে ওটা জানার জন্যে তুমি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলে, তাই আমি রেগে যাচ্ছিলাম, আমি তো নিজে থেকেই বলছি তোমাকে, নিজে থেকেই তো কথা তুললাম আমি। চলো, এসো, বোসো এসে। (মনোজ এসে চেয়ারে বসে, মণিকা কাপে করে জল এনে মনোজকে দেয়) খেয়ে নাও (মনোজ খায়)।

মনোজ।। ঠিকই, আমিও অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম, আসলে শ্রীপদ যেই এসে বলল, তুমি বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিলে, সেখান থেকে সামন্ত তোমায় গাড়িতে, আমার খুব কষ্ট হয়েছিল, বাসস্ট্যান্ড, ভিড়, গুঁতোগুঁতি, তোমার তো এসবের অভ্যেশ নেই

মণিকা।। যেন আমি কোনোদিনই করিনি।

মনোজ।। সে ঠিক আছে। সুদেবের উপরও আমার একটা রাগ হচ্ছিল, ও এত ইরেসপন্সিবল, তখনও তো গাড়ির সমস্যার কথাই জানি — একটা কোনো ব্যবস্থা করতে পারলনা, টাকা যদি সঙ্গে নাও থাকে, এখানে এসে — তারপরেই তুমি বললে কিছু একটা ঘটার কথা, আমার পুরো টেনশনটা, মনে হল তোমাকে খুব ভীষণ রুথলেস, কেমন আমায় আঘাত করতে চাইছ।

মণিকা।। হ্যাঁ, আমি তো আঘাত করতেই চাইছিলাম। সুদেবদার ব্যবহারে আমার ভিতর একটা রাগ হয়েছিল, একটা অপমান

মনোজ।। কেন — কী করেছিল সুদেব?

মণিকা।। আবার খুব বেশি কিছু ভেবে নেওয়ার-ও তো কোনো মানে হয়না, ও-তো একটু ওরকমই, আমার সেই রাগটা আমার ভিতর ছিলই

মনোজ।। সেটাই তুমি আমার উপরে

মণিকা।। তাই কি করিনা আমরা সবসময়েই, প্রত্যেকটা জিনিষকে শুধু সরিয়ে সরিয়ে রাখি অন্য আর এক জায়গায়। (মণিকা পড়ে থাকা চেয়ারটার দিকে দেখে)।

মনোজ।। তুমি বোসো, এতটা এলে, টায়ার্ড, আমি আনছি। (মনোজ উঠে যায়, একটু লিম্প করে, চেয়ারটা নিয়ে আসে)

মণিকা।। তোমার আবার লেগে গেল না?

মনোজ।। নো, ইটস ওকে, আই অ্যাম ফাইন। আবার ইংরিজি বললাম, আবার তো তুমি ওই একই কথা বলবে।

মণিকা।। আমি তো আঘাত করতেই চাইছিলাম।

মনোজ।। তুমি ঠিকই বলেছিলে মণিকা — যাকগে, তুমি বলো — এতটা পার্টার্বড হয়ে ছিলে কেন?

আড়ালে, উইংস-এর পিছনে হৃষীকেশ এসে দাঁড়িয়ে আছে।

মণিকা।। সুদেবদা ভীষণ ড্রিংক করছিল। ওখানে গিয়ে তো বটেই, যাওয়ার পথে একটা ধাবায়। ওখানে গিয়েও তাই, খেয়েই চলছিল। যা হয়, কোনো সেল্ফ কন্ট্রোল থাকেনা।

মনোজ।। তো?

মণিকা।। মেচেদার আগে আমি বললাম আমার একটু বাথরুম যেতে হবে — কী একটা বাংলোয় থামাল

মনোজ।। তারপর?

মণিকা।। তারপর কী? বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, বিছানার ধারে বসে আছে, হাতে একটা নিপ বোতল, র খাচ্ছে। ওটা পকেটে ছিল। গাড়িতে তো বিয়ারই খাচ্ছিল।

মনোজ।। কী করল?

মণিকা।। আমাকে দেখেই বলল, মণিকা, আমি তোমার জন্যে ওয়েট করছি, আরও কিছু, আমার ঠিক মনে নেই, আমি তোমাকে একটা — ওই — একটা চুমু খাব। এগিয়ে এল আমার দিকে।

মনোজ।। তুমি কী করলে?

মণিকা।। আমার ভীষণ ভয় হয়। আমি পিছিয়ে যেতে বললাম। আরো কী বলল, আরো এগিয়ে এল। আমি ধাক্কা মারলাম একটা। খুব জোরে নয়।

মনোজ।। ধাক্কা মারলে?

মণিকা।। হ্যাঁ, কী করব আমি?

মনোজ।। লেগেছে সুদেবের?

মণিকা।। জানিনা আমি, এমন কিছু জোরে মারিনি, বিছানার গায়ে গিয়ে পড়ে, তারপর মেঝেতে পড়ে গেল। গাড়িতে রাখবনা বলে ব্যাগটা তো হাতে করে নিয়েই নেমেছিলাম, বিছানা থেকে তুলে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম। চৌকিদারটা এমন করে তাকিয়ে ছিল।

মনোজ।। সুদেবের কী হল?

মণিকা।। কী হবে আবার? ওটুকুতে কারোই লাগেনা।

মনোজ।। লাগতে পারত, পড়ে গিয়ে কোমরের হাড় ভাঙ্গতে পারত।

মণিকা।। তাতে আমি কী করব? ওকে মাতাল হতে কে বলেছিল? আমার পক্ষে ওই মাতলামি সহ্য করা সম্ভব নয়।

মনোজ।। সম্ভব নয় তো গিয়েছিলে কেন? ওর ধরন তুমি আজ প্রথম দেখছ এমন নয়। ওকে তো চেনো। গেলে কেন?

মণিকা।। তোমার রাগটা কোন জায়গায়? সুদেবদার সঙ্গে যা ঘটেছে, না সুদেবদার সঙ্গে আমার যাওয়া?

মনোজ।। রাগ — রাগের প্রশ্ন নয় মণিকা। আজ তোমার মেয়ের জন্মদিন — তুমি তো না গেলেও পারতে।

মণিকা।। তুমি জানো সুদেবদা কীভাবে ধরেছিল — ও যেরকম চাপাচাপি করে — তার সামনে আমি কী বলব?

মনোজ।। বলবে মামের জন্মদিন, তোমার মেয়ের জন্মদিন, সবাই আসবে, তার প্রিপারেশন — এই অজুহাত তুমি দেখাতেই পারতে।

মণিকা।। এটা শুধু অজুহাতই হত। ফাঁপা অজুহাত। বাড়িতে লোক আসবে, তাতে আমার থাকা-না থাকাটা, আরো আগের দিন, এটা ইমমেটিরিয়াল, এটা যে অজুহাত সেটা সবাই বোঝে।

মনোজ।। তবু তো তুমি দিতে পারতে এই অজুহাত।

মণিকা।। কেন দিইনি জানো — জানতে চাও তুমি?

মনোজ।। কেন?

মণিকা।। কারণ ওটা মামের জন্মদিন — *তোমার* মেয়ের, সেখানে আমিও একজন আমন্ত্রিত। আমার ভূমিকা সেখানে শূন্য, দর্শকের, একজন বহিরাগতের।

মনোজ।। হ্যাঁ, কারণ তুমি সেটা শূন্যই রাখতে চেয়েছ।

মণিকা।। আমি চেয়েছি?

আড়ালে দাঁড়ানো হৃষীকেশের পাশে শ্রীপদ এসে দাঁড়ায়, তারপর দুজনেই চলে যায়।

মনোজ।। হ্যাঁ, তুমি চেয়েছ, তুমি চেয়েছ মণিকা। মামকে তুমি কোনো দিনই তোমার মেয়ে হয়ে উঠতে দাওনি, তিন বছরের সেই বাচ্চা মেয়েটাকে কোনোদিন তুমি তোমার কোলে উঠে আসতে দাওনি, কারণ

মণিকা।। কারণ?

মনোজ।। কারণ তুমি আমার সঙ্গে লড়াই করছিলে। বিয়ের পর সেই ট্যুর, সেই ট্যুরে কেন আমি আমার বিজনেস ইনভলভমেন্টস — তুমি ইরিটেটেড ছিলে প্রথম থেকেই, বর্ষার রাস্তায় ট্রেকার নেওয়া হয়েছিল আমার ইচ্ছেয়, অ্যাক্সিডেন্টটার জন্যে তুমি আমাকে দায়ী করেছিলে, তোমার মিসক্যারেজের জন্যে, তোমার অপারেশনের জন্যে, তোমার মা হতে না পারার জন্যে

মণিকা।। বাঃ, চমৎকার।

মনোজ।। হ্যাঁ, তাই, তাই, আর সেইজন্যেই, আমাকে শাস্তি দিতে পারার আনন্দে মামকে তুমি কোনোদিনই তোমার মেয়ে হতে দাওনি। বলাই আজ আমাকে জিগেশ করছিল, তোমার দীঘা যাওয়াটা আমি অপছন্দ করেছি কিনা, কেন করেছি — ওকে আমি কী বলব মণিকা? তুমি তো দীঘা আমার জন্যে যাওনি, সুদেবের জন্যেও যাওনি। গিয়েছ মামের জন্যে।

মণিকা।। মনোজ, তোমার সমস্যাটা কী জানো? তুমি প্যারানয়েড হয়ে গেছ। তোমার অ্যাম্বিশন, তোমার ক্লাইম্বিং তোমাকে প্যারানয়েড করে দিয়েছে। তুমি তোমার চারপাশে শুধু চক্রান্ত দেখো, আর ষড়যন্ত্র। নিজের মত ভাবো তুমি চারপাশটাকে। মামের আর আমার ভিতর, যে কোনো দুটো মানুষের ভিতর, তুমি শুধু যুদ্ধই দেখো।

মনোজ।। যুদ্ধটা তুমি করে চলেছো

মণিকা।। যুদ্ধটা তোমাকে ভেবে নিতে হয়, মনোজ। নিজের হীনতাগুলোকে নিজের কাছেই র‍্যাশনালাইজ করার জন্যে।

মনোজ।। মণিকা।

মণিকা।। বলো।

মনোজ।। আচ্ছা, মণিকা, আমাদের কোটা তো দিনে একটা। রোজ সকালে খোয়াড়ি কাটাতে আমি যখন কালো কফি আর অ্যাসপিরিন খাই, আর তুমি ততক্ষণে তোমার ওয়র্কআউট শেষ করে নিয়েছ, সেই সময়টায় — তাও শুধু সেই দিনগুলোতেই যখন আমরা একসঙ্গে থাকি। কোটা রোজ একটা, রোজ আমরা একটা করে ঝগড়া করি। তারপর দুজনের দিন পৃথক হয়ে যায় — দিন আর রাত। আজকের একটা তো হয়ে গেছে। তুমিও ক্লান্ত এখন। এখন বরং থাক, কাল হবে আবার।

মনোজের বাগান, পিছনে এককোণে মাচা, গাছগাছালি।

শ্রীপদ।। দেখো বুড়োবাবা, গর্ত আছে। (হৃষীকেশের হাত ধরে) তোমার কী হল?

হৃষীকেশ।। বুকের মধ্যেটা কেমন করছে

শ্রীপদ।। তোমার তো হাত-পা-ও কাঁপছে। হয় ওরকম, ও কিছুনা। লুকিয়ে কথা শুনছিলে তো — লুকিয়ে কিছু করলে ওরকম হয়। এই — এদিকে (লিড করে)। আমি লুকিয়ে কিছু দেখি যখন, ওই যে পুকুর, সাঁতার কাটার জায়গা, আমি এইখানটায় লুকিয়ে পিসির চান-করা দেখি, বা বাড়িতে জামাকাপড়-ছাড়া দেখি যখন তখন আমারো হয়। বুক ধড়ফড় করে।

হৃষীকেশ।। দেখো বুঝি?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, যখন অদৃষ্টে হয়। ও বাড়িতে পিসির বোনকেও দেখতাম। এই বাগানে এসে কেউ কিছু করলেও দেখি। সুদেবকাকু মাঝেসাঝে করে, তাদের সবাইকে চিনিওনা।

হৃষীকেশ।। কেউ জানতে পারেনা?

শ্রীপদ।। জানতে পারলে আর দেখব কী করে?

হৃষীকেশ।। কাউকে বলোনি?

শ্রীপদ।। মালিকে বলেছিলাম। ও-ও দেখত। ও-তো চলে গেছে। তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?

হৃষীকেশকে বেঞ্চ অব্দি নিয়ে যায়, হৃষীকেশ বসে। শ্রীপদ সামনে মাটিতে বসে।

হৃষীকেশ।। তুমি আমায় এখনি যা বললে তা একটা বিকৃতি। কিন্তু আমার তো কোনো যন্ত্রনা হলনা এই বিকৃতির কথা শুনে।

শ্রীপদ।। তোমার যন্ত্রনা হবে কেন?

হৃষীকেশ।। হওয়ার তো কথা ছিল, অন্তত স্বাভাবিক তো সেটাই। হয়না আমার আর। সেই খাতাটা কবে হারিয়ে গেছে।

শ্রীপদ।। ওরকম কত কিছু হারিয়ে যায়। মেলার লটারিতে আমার একটা জুতোর কালি উঠেছিল। রেখে দিলাম, আমার বুট হলে মাখাব। সেটাও হারিয়ে গেল।

হৃষীকেশ।। খাতাটায় আমি লিখে রেখেছিলাম আমার গ্রামের নাম, ওড়িশার যে জেলায় সেই গ্রাম, আমার দেশ, আমার ঠাকুর্দার নাম, তার বাবার নাম — যাব একদিন, খুঁজে বার করব আমার মাটি — তারপর বড় হতে হতে সেটা হারিয়ে গেল। সেটা যদি পেতাম, লিখে রাখার সময়টা আমার খুব মনে পড়ে। কিন্তু সেই নাম-ঠিকানা পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই, সেটা যদি পেতাম একবার।

শ্রীপদ।। গিয়ে হয়ত দেখতে তোমার জ্ঞাতি এখন গরুচোর, বা দারোগা, শায়াচুরির তোলা খায়।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, তা-ই হত, চারপাশটাই বদলে গেছে, স-ব কিছু। আমার চারদিকে এই বাগান, আদিম জঙ্গলের মত, পরতে পরতে বিকৃতি। সুদেব কী করে এই বাগানে এসে শুধু সেইটা নয়, এই বাগানটার বাগান হয়ে ওঠার মধ্যেই একটা বিকৃতি।

শ্রীপদ।। বিকৃতি কাকে বলে?

হৃষীকেশ।। ওই দু-আড়াইশো বিঘে ধানজমি কিনে ফেলার শখটাকেই বলে বিকৃতি। বন্ধুর সঙ্গে নিজের বৌকে বেড়াতে পাঠানোটাকেই বলে বিকৃতি। বিকৃতি একটা সাপ — সরীসৃপ — বুকে হাঁটে, এই জঙ্গলের তলায় তলায় ঘুরে বেড়ায় — অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করে আছে সাপটা

শ্রীপদ।। তা সাপ খারাপ কিসের বুড়োবাবা? কি সুন্দর হলুদ কালো রং, কি সুন্দর ছোপ, তেলতেলে, পুঁতির মত চোখ

হৃষীকেশ।। কী — কী বললে তুমি — হলুদ, হলুদ কালো, তেলতেলে উজ্জ্বল — কিসের কথা বললে তুমি, সাপের কথা নয়, তুমি তো সাপের কথা বলোনি, না, তুমি সেই গনগনে আগুনের কথা বললে, উজ্জ্বল, উজ্জ্বল হলুদ, হলুদ আর কালো, এই বাড়িটার কার্নিশে কার্নিশে কিনারে কিনারে আগুন, আগুন, দাউ দাউ করে জ্বলছে, তুমি আগুন, আগুনের কথা বললে কেন?

শ্রীপদ।। আমি আগুনের কথা বলিনি বুড়োবাবা।

হৃষীকেশ।। বলেছ, বলেছ তুমি, তুমি যাও, তুমি যাও, তুমি যাও

শ্রীপদ।। বুড়োবাবা, অমন করছ কেন, অমন কোরোনা (হৃষীকেশকে ধরে)

হৃষীকেশ।। কে — কে তুমি — আমাকে ছুঁলে কেন? কেন ছুঁলে? কে তুমি?

শ্রীপদ।। আমি শ্রীপদ, বুড়োবাবা, আমি শ্রীপদ, তুমি আমার বাবার কথা জিগেশ করছিলেনা, ধরোনা আমি তোমার ছেলে, বুড়োবাবা, আমি তোমার ছেলে, আমি তোমায় ছুঁলে কী হয়েছে?

হৃষীকেশ।। ছেলে, ছেলে কই, আমার ছেলে কোথায়? কই, এসেছে বিকাশ? তুই বিকাশ? বিকাশ, তুই তো বললি আমায় টাকা দিতে পারবিনা — কেন বললি তুই? তোরই তো বোন, তোর বোন বিকাশ। (শ্রীপদ হৃষীকেশকে জড়িয়ে ধরে) বিকাশ এটা তোর হাত? এত গরম, এত এরকম আগুনের মত গরম কেন? বিকাশ, তুই কি পুড়ে যাচ্ছিস বিকাশ? বিকাশ, আমার মেয়ে, মেয়েটা, মেয়েটা কোথায় — বিকাশ, খুঁজে দেখ বিকাশ, ও কোথায় গেল? ও কি পুড়ে যাচ্ছে? তোর বোন, বিকাশ, দেখ বিকাশ (কেঁদে ফেলে)।

শ্রীপদ।। কী হল তোমার বুড়োবাবা?

হৃষীকেশ।। কে — শ্রীপদ? না, কিছু হয়নি আমার।

শ্রীপদ।। বিকাশ কে? তোমার ছেলে? তোমার মেয়ে — তার কী হয়েছে?

হৃষীকেশ।। কী হয়েছে? কী হয়েছে, না? আমি জানিনা। চারদিকে এত গরমিল। আমার মেয়েটা একজনকে ভালোবাসল, বিয়ে করতে চাইল, তিন বছর ধরে ভালোবেসে, তাও তার বিয়েতে সব — সমস্ত কিছু — প্রতিটা যৌতুক আমায় দিতে হবে? নয়ত তার বিয়ে হবেনা? টাকাটা আমাকেই দিতে হবে, আমাকেই, আমি টাকা পাব কোথায়?

শ্রীপদ।। কিছু একটা হয়ে যাবে, বুড়োবাবা, কিছু একটা তো হয়ই।

হৃষীকেশ।। আর বিকাশ, বিকাশ আমার ছেলে, অধীরবাবু বলল, আপনার চিন্তা কী — ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, বিকাশ তো আমার ছেলে, ওর বোনের বিয়ে, ও কেন টাকা দেবেনা? কেন আমাকেই দিতে হবে? কেন? আমি কী করেছি, আমি কোথায় পাব টাকা?

শ্রীপদ।। গত দুমাস আমার হাতকাটা বাবা আসেনি, টাকাটা আছে, আর আরও কিছু, থাক তোমায় বলবনা, ওসব শুনে তোমার ওরকম হল, নেবে তুমি?

হৃষীকেশ।। তুমি আমায় টাকা দেবে?

শ্রীপদ।। হ্যাঁ, খুব বেশি তো না, ধরো তাতে বিয়ের রসোগোল্লাটা হয়ে গেল, তারপর অন্যটুকুও ধীরে ধীরে হয়ে যাবে।

হৃষীকেশ।। রসোগোল্লাটা — না?

শ্রীপদ।। তবে শুধু রসোগোল্লায় কি আর বিয়ে হয়? আরো কত কিছু লাগে, বর লাগে, বর অবশ্য ঠিক হয়েই আছে — দেখি হয়ে যাবে কিছু একটা, তুমি ভেবোনা।

হৃষীকেশ।। ভাবব না।

শ্রীপদ।। তুমি যা করলে, আমি যাই একটু, মানে, তুমি তো আবার পীর ফকির গোছের, আমি একটু গুড়াখু দিয়ে, কাউকে কষ্ট পেতে দেখলেই আমার কেমন একটা হয়, গুড়াখুর জন্য মনটা টানে, তুমি বোসো, আমি গুড়াখু দিয়ে দাঁত মেজে আসি।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ।

শ্রীপদ।। (যেতে যেতে বলে) তুমি বাগান দেখো, গাছ দেখো, পাখি পোকামাকড় দেখো, ভেবোনা বেশি বুড়োবাবা।

হৃষীকেশ একটু হাঁটে, গিয়ে মাচায় শুয়ে পড়ে। সময় কাটে।

ধীরেন আর বলাই ঢোকে।

ধীরেন।। ধূর, নমিতাকে নিয়ে গিয়ে কী হবে? একটু খেজুড়ে করতে হবে। চল, তুই আর আমি গিয়ে বরং — তুই তো বললি বাগানেই আছে।

বলাই।। শ্রীপদ তো তাই বলল।

ধীরেন।। শ্রীপদ ছেলেটা বেশ ভালো — এরকম একটা পেলে বেশ হত।

বলাই।। হ্যাঁ, মনোজকে খুব ভালোবাসে। অপারেশনের পর দেখেছিলাম — মনোজ তো অনেক দিন অব্দি নরমাল হতে পারেনি — হাঁটাচলা করতে পারতনা।

ধীরেন।। এখনো তো পুরো নরমাল না।

বলাই।। তখন সেই পাইখানা পেচ্ছাপ — মনোজ মণিকার সঙ্গেও অতটা ফ্র্যাংক হতে পারতনা।

ধীরেন।। আচ্ছা, ওদের রিলেশনটা কি একটু ডিস্টার্বড (বলাই তাকিয়ে আছে) — আরে মনোজ আর মণিকার?

বলাই।। কেন?

ধীরেন।। না, একটা আড় আড় ভাব আছেনা? একটু এলিট এলিট ভাব? আরে বাবা, আমরা তো আকাশ থেকে পড়িনি। ওদের কালীঘাটের বাড়িতে তো গেছি আমি, নাকি? ওর মা অবশ্য ইংরিজির প্রফেসর ছিল, তবে বাড়ির অবস্থা এমন কিছু না। আর ওই সুদেবের সঙ্গে দীঘা — এনিথিং রং বস? কি, তুমি তো রোজই আসছ আর বিলিতি প্যাঁদাচ্ছ।

বলাই।। অ্যাঁ — তোর এই জিগেশ করাটা তোর আর খারাপ লাগেনা, না?

ধীরেন।। কেন কমরেড, দিস ইজ মেটিরিয়ালিজম, কী এটা ডায়ালেক্টিকাল না হিস্টরিকাল — কীসব আমায় বুঝিয়েছিলি না, আমাদের বাড়ির ছাদে উঠে। কী রকম মনে রেখেছি বলো।

বলাই।। হ্যাঁ, মানুষ কত কিছুই না করে।

ধীরেন।। ঠিক, অ্যাদ্দিনে এখন বুঝতে পারছ তো — হয়, হয়, সব হয়, মিনু মাসানি বলেছিল না, ইন্ডিয়ান মার্ক্সিস্টরা ফরটির পর ঈশ্বরভক্ত হয়।

বলাই।। হ্যাঁ, সেই, আমি তো আবার টুয়েন্টির আগেও তাই ছিলাম।

ধীরেন।। আরো, তুমি নিজেই এখন একটা এন্টারপ্রেনার — যদিও স্মল। পড়িস, আই-টি রেঞ্জে, আমাদের জুরিসডিকশনে? ট্যাক্স ফ্যাক্স কিছু দিতে হয় তোকে? কোনো দরকার পড়লে বলিস, আমি অবশ্য, তা তুই আমাদের বন্ধু — বিপ্লবী বন্ধু বলে কথা — আমি তো গল্প করি তোর কথা

বলাই।। গল্প করিস?

ধীরেন।। হ্যাঁ, এই তো আমার শালীকে বলছিলাম সেদিন, শালীটা বেশ শার্প, ইন্টেলিজেন্ট, আমার বৌটা যে দিন দিন কী

হচ্ছে, গোল হয়ে যাচ্ছে — আর ওদের ফ্যামিলির ওই চুমুক দিয়ে ঘি খাওয়ার ট্র্যাডিশন — (নমিতা ঢোকে)

নমিতা।। বাবা গো — কী বিরাট ছাগল — এগুলো কি বুনো ছাগল বলাইদা?

বলাই।। কী — বুনো ছাগল — উঃ, তোমার মাথায়ও আসে, অবশ্য হবেই বা না কেন? বুনো ঘোড়া তো হয়, সেই প্রেজাওয়ালস্কি না কী একটা, সাইবেরিয়ায় পাওয়া গেল, কীরে?

ধীরেন।। কে জানে ওসব — বুনো ঘোড়া না বুনো ছাগলের হিশেব — আমি কি ছাগলদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট নাকি?

নমিতা।। হ্যাঁ, মনে হয় এগুলো বুনো ছাগল, যা ভয় পেয়েছিলাম, আমার আবার একটু জোরে হাঁটলেই আজকাল পা ব্যথা করে, বুক ধড়ফড় করে, পারিনা বাপু — আর জায়গাটা যা বুনো।

ধীরেন।। সেই কথাই তো বলছিলাম বলাইকে, কিরকম পিপের মত, পটলের মত হয়ে যাচ্ছ দিনদিন।

নমিতা।। ওরকম করে বলছ কেন?

বলাই।। না রে নমিতা, ঠিক আছে, তুমি ঠিক আছো, গোলগাল না হলে মেয়েদের মেয়ে বলে মনেই হয়না — বেশ সন্ধ্যা রায়ের মত — চাঁদপানা মুখ, পান খেয়ে লাল ঠোঁট।

নমিতা।। হ্যাঁ, বাবাও তো তাই বলে, তোমার বন্ধু ওসব বোঝেনা। রসকষহীন।

বলাই।। আর বেড়ালের মত নরম গা, গোল একটা কোমল পেট, দেখলেই মনে হবে অন্তঃস্বত্তা হওয়ার জন্যে তৈরি।

নমিতা।। এই যাঃ, কী যে বলোনা, সত্যি।

ধীরেন।। সুদেবের সঙ্গে থেকে থেকে তোদের মুখও একদম — কোনো আগল নেই।

নমিতা।। না, আসলে তো ঠিকই বলেছে, বলাইদা ওরকমই বলে, একটু কবি কবি ভাব থাকে কথায়।

ধীরেন।। বলাই তো আমাদের কবিই হত — নেহাত রাজনীতি টাজনীতি — শুধু তোর নামটাই যা — বলাই — বলাই নামের কেউ কখনো কবি হতে পারে?

নমিতা।। কেন বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় আছেনা — বনফুল নামে লেখে? দেখেছ আমি জানি, নামটা একদিন দেখেই আমার তোমার কথা মনে হয়েছিল।

বলাই।। কত জানিস না?

নমিতা।। তবে?

বলাই।। নমিতা, আমি যদি কোনোদিন খুব অসহায় হয়ে পড়ি, অথর্ব হয়ে যাই, তোর কাছে চলে যাব, তুই খাওয়াবি আমায়?

নমিতা।। ওমা, কী বলে, যাবে তুমি, এসোনা? বাবা আমার জন্যে যে ফিক্সড করে দিয়েছে, সেটার সুদ তো মাসে মাসে জমাই হয়, খরচই হয়না, আমি তোমার জন্যে একটা কাজের লোক রেখে দেব, একটা না, দুটো, একটা বাইরের কাজ করবে, তোমার সিগারেট বই এসব এনে দেবে। আর বিকেলে দুজনে সিনেমায় যাব। ওতো সারাদিন কাজে থাকে।

ধীরেন।। বেশ বেশ সব হবে — কিন্তু যে কাজে আমরা এলাম, মাস্টারমশাই গেলেন কোথায়?

নমিতা।। হ্যাঁ, আমিও শুনলাম, কে মাস্টারমশাই গো?

ধীরেন।। আমাদের ছোটোবেলার, বাঁধাঘাটের, এসেছেন শুনলাম আজ হঠাৎ, এত বছর পর।

নমিতা।। কে গো, কখনো তো বলনি। আমি যাবনা বাবা, গেলেই ওই কথা বলবে।

বলাই।। কী কথা?

নমিতা।। ওই এক কথা, আমায় দেখলেই সবাই যা বলে, বি-এ পরীক্ষাটা দিলে না কেন। কাউকে বোঝাতে পারিনা — দিলে তো পাশ করতে হবে।

বলাই।। ধূস, কী হয় পরীক্ষা দিয়ে?

ধীরেন।। না, ধূস করিসনা, এটা তো একটা প্রেস্টিজেরও ব্যাপার। ওই সিনেটের ফর্ম দিতে এল পাড়ায়, তখন, একটা লোককে বলারও তো বিষয় আছে।

নমিতা।। সে তো বাবাও গ্রাজুয়েট না, বাবা কম জানে? তুমি ছাড়া আরো দুটো উকিল রেখেছে বাবা।

ধীরেন।। রেখেছে মানে? আমি কি তোমার বাবার চাকর নাকি?

বলাই।। আঃ, ছাড় না।

ধীরেন।। না, তুই জানিসনা বলাই, এই ব্যাপারটা আছে ওর মধ্যে।

নমিতা।। কী আছে আমার মধ্যে? বরং তুমিই তো সবসময় বাবাকে ঠেস দিয়ে কথা বলো।

ধীরেন।। তোমার বাবাকে ঠেস দিয়ে কথা বলতে আমার বয়ে গেছে।

নমিতা।। বয়েই তো যাবে — এদিকে বাবা তোমায় কত ভালোবাসে। আমাকে ডেকে কত কিছু বলে।

ধীরেন।। কী বলে, আমাকে উনি কত অনুগ্রহ করেছেন?

নমিতা।। মোটেই না, বাবা এবারও আমাকে বলল, দেখ ধীরেনের বোধহয় খারাপ লাগে ঘর— মানে আমাদের বাড়ি থাকতে — তুই কথা বলে দেখ, আমি ওর জন্যে বাড়ি কিনে দিতে পারি, কাছেই, তুইও কাছেই রইলি।

ধীরেন।। যে কথাটা বলছিলে, বলতে গিয়ে থামলে কেন? তোমার জমিদার বাবার যা কালচার তাতে তো ওই শব্দটাই

আসবে — ওই, ওই ঘরজামাই।

নমিতা।। তুমি কালচার তুলে কথা বললে কেন?

ধীরেন।। তাতে তোমার গায়ে লেগে গেল — তোমার বাবাকে বললাম বলে?

নমিতা।। লাগবেই তো — কোন, কোন কথাটা বাবা ভুল বলেছে? তুমি যা তাই তো বলেছে।

ধীরেন।। মুখ সামলে কথা বলো নমিতা।

নমিতা।। তুমিও হাত নাড়িয়ে কথা বলবেনা, তুমি আমার বাবাকে অপমান করো, তোমার এতবড় সাহস।

ধীরেন।। এতবড় সাহস, কতবড় কতবড় সাহস? তোমাকে আমি ভয় পাই নাকি — তোমার বাবাকে — জমিদার, হুঁঃ — একটা পরগাছা, একটা নিষ্কর্মা।

নমিতা।। তার জন্যেই তো আজ তোমাকে চেনে শিলিগুড়ির লোক।

ধীরেন।। ওই চেনার মুখে আমি পেচ্ছাপ করে দিই।

নমিতা।। কী, কী বললে, জানোয়ার কোথাকার, জানোয়ার।

ধীরেন।। দেখবে, দেখবে তবে, চড়িয়ে তোমার মুখ ভেঙ্গে দেব।

ধীরেন এগোতে যায়, বলাই ধরে, নমিতা পা পিছলে পড়ে যায়।

বলাই।। তুই করছিস কী? পাগল হয়ে গেলি নাকি? অ্যাই। আর নমিতা, কী হচ্ছে?

নমিতা।। (কাঁদে) তুমি জানোনা বলাইদা, ও সবসময় আমার বাবাকে এরকম অপমান করে, সবসময়।

বলাই।। এই ধীরেন, যা তুই, বোঝা।

ধীরেন।। কী কী বোঝাব? (নমিতার দিকে যায়)

নমিতা।। তুমি ছোঁবেনা আমায়, ছোঁবেনা, ছোঁবেনা।

বলাই।। কেন ওকে বলিস এরকম — একটা ইনোসেন্ট মেয়ে।

ধীরেন।। দেখ, আমি বলতে চাইনা, কিন্তু এমন এক একটা কথা বলে, আমিও সামলাতে পারিনা।

নমিতা।। সব দোষ তো আমার।

ধীরেন।। তা আমি বলিনি। কিন্তু তোমার কথায় প্রায়ই থাকে এইসব।

বলাই।। থাকুক, থাকতে দে, এখন কথাটা হল, মাস্টারমশাই গেলেন কোথায়?

ধীরেন।। মাস্টারমশাই হঠাৎ এখানে এলেন কী যোগাযোগে?

বলাই।। সুদেবের সঙ্গে বোধহয় — নমিতা একটু দেখবে সুদেব বা মনোজ এল কিনা?

নমিতা।। হ্যাঁ, আমিও যাই বরং, চন্দ্রার সঙ্গে গল্প করে আসি, মেয়েটা খুব ভালো।

বলাই।। ও, আগে তো তুমি দেখনি, না? ভালো মেয়ে। নাটকের গ্রুপে আছে একটা। বাবার অবস্থা খুব একটা ভালো না।

নমিতা।। এমএ পাশ। গরিব ঘরের মেয়েরা না পড়াশুনোয় ভালো হয়। আমাদের মত না, শুধু খাই আর ঘুমোই।

বলাই।। ওর সামনে যেন ওসব বোলোনা।

নমিতা।। না, না, কী ভাবো বলোতো আমায়? যাই, আমি চান করে নিই একবার, গা কিটকিট করছে।

(বলাই আর ধীরেন বেঞ্চে বসে, সিগারেট বার করে বলাই)

ধীরেন।। রাখ ওটা, আমার কাছে ভালো সিগারেট আছে।

বলাই।। ওঃ।

ধীরেন।। বেনসন অ্যান্ড হেজেস — খাবি তো — ক্যাপিটালিস্ট সিগারেট।

বলাই।। না খাওয়ার কী আছে, আমি নিজেই এখন একটা এন্টারপ্রেনার, যদিও স্মল।

ধীরেন।। হ্যাঁ, একটা বয়সে হয় ওসব, তোর প্রেস কেমন চলছে?

বলাই।। চলছে, তেমন তো মনোযোগ দিতে পারিনা।

ধীরেন।। কিসের ব্যস্ততা তোর? সংসার নেই, কিচ্ছু না, এখন আর সাতকুলেও কেউ নেই। কতবার তোকে বললাম যেতে, একবারও যেতে পারলিনা। মনোজের সঙ্গে তো তোর বেশি আঠা। তোকে আমি রোজ সাইকেলে করে ফার্স্ট ট্রেনে পৌঁছে দিয়ে আসতাম, মনে আছে সেসব?

বলাই।। (হেসে ধীরেনের পিঠে হাত দেয়) যাদের কোনো কাজ নেই, বাজে কাজ দেখবি তাদের ঘাড়েই চাপে।

ধীরেন।। বয়েস তো হল, বাজে কাজ এবার থামা। মনোজ কী করছে বলতো — নিজের বাড়িতে নিজেই (ঘড়ি দেখে)। প্রেসটা এবার মডার্নাইজ কর। আমার ওখানে এক ক্লায়েন্ট বসালো, শিলিগুড়িতে, পুরোটা কম্পিউটারাইজড, ওদের অবশ্য ঘরানা আছে, গোসাইন আছেনা কলকাতায়, গোঁসাই আর কী, ওদেরই আত্মীয়।

বলাই।। ওঃ।

ধীরেন।। একটা কিছু কর এবার। ব্যাঙ্কলোন ম্যানেজ কর। প্রচুর ছেলেপুলে পাবি, ডিটিপি কম্পিউটার এসব করে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে, চারশো পাঁচশো যা দিবি তাতেই এমনকি ঘরের কাজও করে দেবে। লাগিয়ে ফেল একটা।

বলাই।। অতটা উদ্যম আমার বোধহয় আর নেই ধীরেন।

ধীরেন।। উদ্যম নেই কী রে — থার্টিপ্লাস খা।

বলাই।। কেন — এতেই তো বেশ চলে যাচ্ছে।

ধীরেন।। ধূর, এটা একটা চলা হল?

বলাই।। কেন, সবাইকে কি একইভাবে বাঁচতে হবে?

ধীরেন।। হ্যাঁ, তাতো বটেই — অবশ্য না পারলে আর কী করবি?

বলাই।। কেন, আমি তো চাইনা, তোর মত করে তো বাঁচতে চাইনা আমি। তুই কি ভাবিস তোর মত করে বাঁচাটাই শেষ কথা? আমি সত্যিই চাইনা ওভাবে বাঁচতে, আমার ঘে— আর অত উদ্যমী হয়ে কী হবে বল, দেখলি তো শেষ বয়সের একটা হিল্লেও আজ হয়ে গেল, তোর বৌয়ের সঙ্গে।

ধীরেন।। তোর তো কোনোদিনই কোনো বাস্তববুদ্ধি — যাকগে, মনোজদের কী হল? বেশ জঙ্গল, একটা পিকনিক পিকনিক, একটু বিয়ার খেলে হত। গত বছরেও জঙ্গলটা শালা এত ঘন ছিলনা। মনোজ কি এরপর টিম্বারের বিজনেসে নামবে? ওই তো আসছে মনোজ।

মনোজ।। (ঢুকতে ঢুকতে) কী রে মাস্টারমশাইকে পেলি তোরা?

বলাই।। সামনাসামনি তো দেখলাম না। দেখি, শ্রীপদকে পাঠাই, খুঁজুক।

ধীরেন।। মনোজ, তুই কী করছিলি, ব্যবসা?

মনোজ।। ওই একটা শিপমেন্ট, ভাইজাগে — তোরা ঠিকভাবে এলি? আচ্ছা বলাই, সুদেব এখনো এলনা?

বলাই।। চলে আসবে, ও যা মিস্তিরি, কতক্ষণ আর খারাপ থাকবে গাড়ি?

মনোজ।। গাড়ি — ও হ্যাঁ, ওর হাতটা সত্যিই, চালানোর হাতও।

ধীরেন।। বড্ড মুখখারাপ করে।

বলাই।। গাড়িটাড়ির লাইনে থাকলে দেখবি ধীরেন, মুখ খারাপ হয়ই। ওর তো টাইপটাই ওই, কোনোদিন কোনোকিছুতে ওকে সিরিয়াস দেখেছিস? ওর ওই তিন ম — মোটর মদ মেয়েমানুষ, জীবনে সবই মায়া, বুঝলি।

ধীরেন।। বাপঠাকুর্দার অতবড় সম্পত্তি থাকলে সিরিয়াস হওয়ার আর দরকার কী?

বলাই।। যতবড় সম্পত্তিই দেওয়া হোক তোকে, তুই পারবি, না-সিরিয়াস হতে?

মনোজ।। বলাই, ওই যে, ইয়োর তান্ত্রিক হ্যাজ কাম। (সুদেব ঢুকে মনোজের সামনে দাঁড়িয়ে যায়) তোর অনেক দেরি হল।

সুদেব।। তুমি বস, খার খেয়ে নেই তো?

মনোজ।। না, রাগের কী আছে? — (নিচুস্বরে) *ওরা কিছু জানেনা* — মণিকা এসে বলল, মেচেদায় তোর গাড়ি খারাপ হয়েছে, ও তাই চলে এল।

সুদেব।। বস, সব ঠিক আছে তো, বস?

মনোজ।। বেঠিক থাকার কী আছে — এবার একটু বড় হ।

বলাই।। তোর দেরি হচ্ছে বলে আসার পথে আমি চন্দ্রাকে নিয়ে এসেছি।

সুদেব।। এই না হলে বন্ধু।

মনোজ।। সেই। আর এদিকে মাস্টারমশাই তো এসে গেছে, আমি বলিনি যে তুই আমায় বলেছিলি।

সুদেব।। ওটার খোঁজ কিছু নিতে পারলি?

মনোজ।। না পারার কী আছে?

সুদেব।। গেল কোথায় আমাদের সেই বাঁধাঘাটের বাঁধাগুরু?

বলাই।। শ্রীপদ বলল বাগানে আছে, এদিকে আমি আর ধীরেন তো খুঁজলাম।

সুদেব।। তুমি এক ঢ্যামনা, আর ওই সালা সিলিগুড়ির সসুরের একমাত্র জামাই — কী খুঁজতে কী খুঁজেছো? বুড়ো যাবে কোথায়?

বলাই।। ওরে আস্তে, সামনাসামনি থাকতে পারে।

সুদেব।। মনোজের এই জঙ্গলে, গার্ডেন অফ ইডেনে কোনো ডুমুরপাতা ঝোলা ইভের সন্ধানে চলে গেল না তো? গুরুদেব, গুরুদেব, তুমি কোথায় গুরুদেব? ইভকে পেলে আমাকেও একটু বোলো, ডেবুটা নাহয় তুমিই কোরো।

ধীরেন।। এটাকে সামলা মনোজ।

মনোজ।। কেন, করুক না, কেউ তো আর কিছু করেনা, আমার তো ভালোই লাগছে, চালিয়ে যা।

বলাই।। তুই আর হাওয়া দিসনা।

ধীরেন।। ও কি এই সকালবেলাতেই টেনে এসেছে নাকি — এত ডিসব্যালান্সড।

সুদেব।। আমি শালা মাল না খেলেই ডিসব্যালান্সড থাকি, আমার বাপ জানিস হুইস্কি দিয়ে ছোঁচাত। ভেবেছিলাম মালের পিন্ডিতে ওটা দিয়ে দেব। তারপর ভাবলাম, অতটা স্যাক্রিফাইস।

বলাই।। বাবাকে ছেড়ে দেনা, মরে গেছেন অনেকদিন।

সুদেব।। এই বাঞ্চোৎটাই তো খোঁচাল। তুমি তোমার শ্বশুরের প্রপার্টির পেছনে সেঁটে গেছ, বেশ করেছ, কার বাপের কী বলার আছে? কিন্তু তুমি আমার মাল খাওয়া নিয়ে খোঁচাবে কেন?

মনোজ।। তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস? ধীরেনের?

সুদেব।। মানে?

মনোজ।। এত শ্বশুর শ্বশুর করছিস কেন? ব্যাড টেস্ট। তোর নজর তো চিরকাল শ্বশুরদের মেয়েদের দিকে ছিল।

সুদেব।। বস, তুমি আমায় খিস্তি করছ না প্রশংসা করছ?

মনোজ।। খিস্তি বা প্রশংসা বলে তো কিছু হয়না, হয় স্টেটমেন্ট। দাঁড়া, আমি আসছি, দেখি মাস্টারমশাই কোথায় গেল, আর তোদের জন্যে মেটের পাকোড়া দিতে বলি, শ্রীপদ যা বানায় না।

ধীরেন।। এই শোন, সুদেব, টাটা সুমোটা কেমন করেছে রে?

সুদেব।। কেন বে, তোর শ্বশুর কিনবে? খারাপ না, সামনের চাকায় একটা লাইনের গন্ডগোল আছে, টায়ার কাটে খুব, নতুন লটটায় একটু কমিয়েছে, কিন্তু যায়নি। টায়ার কিনতে গাঁড় ফাটবে, অবশ্য তোর গাঁড়ও তো বেশ বড় আজকাল, কিনলে আমায় বলিস, আমি নিয়ে চলে যাব, নর্থ বেঙ্গলে যাইনি অনেকদিন, এই, এই, এই মনোজ, শুধু খাবার বস, পানীয় নয়?

মনোজ।। তোর খাদ্য আর পানীয় কবে থেকে আলাদা হল?

সুদেব।। চালাও পানসি বেলঘরিয়া।

বলাই।। সুদেবের বৌ-টাকেও পাঠাস, ধীরেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

সুদেব।। সুদেবের বৌ, সুদেবের বৌ করিসনা তো, একে নিজের গাঁড়ে আমার নিজেরই লাথি মারতে ইচ্ছে করে আজকাল, একি বলি হয়ে গেলাম, ভগবান, তোমার মনে এই ছিল?

ধীরেন।। ভগবানের কেন, তোর নিজেরই মনে। বিয়েটা তো তুই নিজেই করেছিলি।

সুদেব।। ধুর, ওসব ভেবে আর লাভ নেই, সবাই কি শালা তোমার মত, হিসিটাও শালা হিশেব করে করে। নিজেকে দিয়ে ভাবো কেন?

ধীরেন।। নিজেকে দিয়ে ভাবিনা বলেই তো বলছি, আমার তো নিজের বৌকে বৌ বলতেও অসুবিধে হয়না, আবার অন্যের বৌকে ধরে টানাটানিও করতে যাইনা।

সুদেব।। সেই ক্যালি থাকলে যেতি।

ধীরেন।। তোর কি ধারণা চরিত্রহীন হতে ক্যালি লাগে?

সুদেব।। লাগেই তো, মেয়েরা আমায় অ্যালাও করে চরিত্রহীন হতে, তুই চেষ্টা করলেও পারবিনা।

ধীরেন।। আমার প্রবৃত্তি হয়না।

সুদেব।। বাল আমার, প্রবৃত্তি হয়না। খ্যামতা জানা আছে শালা। তোর মত লোকের বৌয়েরাই তো আমার কাছে আসে, স্যাটিসফায়েড হয়না বলে।

ধীরেন।। আর তুই তো ধর্মের ষাঁড়।

সুদেব।। তবু তো জানি, ষাঁড়, তুই শালা বলদ না গাই?

ধীরেন।। ভদ্রলোকের মত কথা বল।

সুদেব।। ভদ্দরলোকের আমি — বেশি ভদ্দরলোক দেখাস না। আমি অটোমেকানিক, ড্রাইভার, ভদ্দরলোক না। আমার মা যার সঙ্গে শুত সেই গান্ডুও ভদ্দরলোক ছিলনা।

ধীরেন।। তোর সঙ্গে কথা বলা যায়না।

সুদেব।। কে বলেছে কথা বলতে, ওই যে মাল এসে গেছে, মাল খা। দে মনোজ, আমায় দে। আরে দেখেছো, গুরুদেবই এনেছে। দেখেছ মালটা, নামই গুরুদেব।

বলাই।। গুরু নাম, সে তো একটা বিয়ার, বেশ কড়া।

সুদেব।। আরে না, বাংলা গুরু না, স্কটল্যান্ডের গুরুদেব, টিচার্স। এর একটা খড় খড় গন্ধ আছে, হেভি লাগে।

বলাই।। মেয়েদের শরীরে খড়ের গন্ধ, উওম্যান উইথ এ স্মেল অফ স্ট্র — কোথায় যেন ছিল, হেমিংওয়ে?

সুদেব।। সাবধানে কথা বল, এখনই ধীরেন চেল্লাবে।

ধীরেন।। এতে চেল্লানোর কী আছে?

মনোজ।। গুরুদেব তো খাচ্ছো, গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলার অবস্থায় থেকো, আমাদের বাঁধাঘাটের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ পণ্ডা এসে গেছেন। যদিও তাকে এই মূহুর্তে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

বলাই।। সত্যি, মাস্টারমশাই গেলেন কোথায়?

সুদেব।। ঠিক আছে, নেশাটা আগে হতে দে না, কাটিয়ে দিসনা তো।

মনোজ।। নেশা না কাটলে তো ফের নেশা করার মজাটাই নেই। বলেছি না, নেশা বলে কিছু হয়না, হয় নেশা বাড়া, নয় নেশা কমা। মাতাল হও হও, তালে ভুল যেন না হয়। ওইসব পায়রা ওড়ানো মাতলামির দিন শেষ।

ধীরেন।। একথাটা একদম ঠিক বলেছে মনোজ। পায়রা উড়িয়ে উড়িয়ে বাঙালির ব্যবসা নষ্ট হয়, সেখানে কোনো গুজরাটি বা মারোয়াড়ি ঢুকে পড়ে। সুদেবের যা হচ্ছে।

সুদেব।। হলে হোক। এখন মাল খেতে দে। সকালেই হুইস্কি, আজ যে দিনের শেষে কী হাল দাঁড়াবে?

মনোজ।। কেন, তোর তো সবই উল্টো, যাবার দিন সন্ধেয় খেলি ভদকা।

সুদেব।। সেইজন্যেই তো গিয়ে ওই কেলোটা হল।

ধীরেন।। কী কেলো?

সুদেব।। ওই — ওই যে, গাড়ির ক্যাঁচাল।

ধীরেন।। ও। তোরা তো ওর গাড়ির ক্যালির কথা বলছিলি, এটা কোনো কাউ বেল্টের ছেলের, ইউপি গুজরাট হরিয়ানার ছেলের থাকলে দেখতি কী ভাবে ক্যাশ করত।

বলাই।। তুই কি আমরা বাঙালির হয়ে দাঁড়াবি নাকি এবার?

সুদেব।। ও না, ওর শ্বশুর।

ধীরেন।। না, উনি কোনো পলিটিক্সে নেই — এমনিতে সোশাল ওয়ার্ক আছে অনেক, হাসপাতাল, লাইব্রেরি —

সুদেব।। ওনার মায়ের নামে পেচ্ছাপখানা

ধীরেন।। সুদেব, তুই অসহ্য হয়ে যাচ্ছিস।

মনোজ।। তুইও বাবা, প্যাঁচাল পড়বি তো শ্বশুরের কেন, শ্বশুরের মেয়ের নামে পড়। কেন সুদেব তোর পিছনে লাগবেনা বল?

বলাই।। নমিতা ভারি ভালো মেয়ে।

সুদেব।। আমি দেখেছি সবচেয়ে মাকড়া লোকগুলোরই ভালো ভালো বৌ হয়।

মনোজ।। এটা তুই নিশ্চই তোর কেসকে ইনক্লুড করেই বলছিস?

সুদেব।। ঠিক হচ্ছেনা বস।

হাতে একটা ট্রে নিয়ে চন্দ্রা আর মাম ঢোকে, হাতে একটা পাতায় বোনা নান্দনিক, স্টেজে ঢুকে চন্দ্রার হাত ছাড়ে মাম।

চন্দ্রা।। ও হো, আপনারা শুরু করে দিলেন, সঙ্গে খাওয়ার জন্যে আনলাম।

মনোজ।। সব ফিল্ডেই তো এটাই প্রবলেম, টাইমিং-এর।

মাম।। এটা রান্না করেছি চন্দ্রামাসি আর আমি দুজনে মিলে।

বলাই।। কিরকম দুজনে রে? সেই একটা উট আর একটা মুরগি মিশিয়ে যেমন মিক্সড মাংস, জোকস-এর?

মাম।। মোটেই না।

চন্দ্রা।। হ্যাঁ, আর ও যে রান্না করতে করতেই কী সুন্দর এটা বানাল, পাতা দিয়ে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দেখো বলাইদা।

বলাই।। বাঃ। এই রংগুলো ভালো?

মাম।। থ্যাংক ইউ।

ধীরেন।। নমিতা তোমার জন্যে একটা আংটি এনেছে, পেয়েছ?

মাম।। হ্যাঁ, কিন্তু সোনার গয়না, রংটা আমার ভালো লাগেনা, তবে এটা খুব সুন্দর।

ধীরেন।। ঠিক আছে, তোমার বিয়েতে লাগবে।

সুদেব।। কী হল, কী এনেছ, দাও, আরো দাও, আরো খাবো, আরো অনেক খাবো — মনোজ, এটা তো তলায় ঠেকল।

মনোজ।। তোর কোনো চিন্তা নেই।

চন্দ্রা।। আর কত খাবে?

সুদেব।। এই এই সামহালকে, এখনো রেজিস্ট্রি, সোশাল বৌ-ই হওনি এখনো, এখনি এই প্রোগ্রাম শুরু করে দিওনা।

বলাই।। বৌ, বৌ, তার আবার সোশাল আর ইনডিভিজুয়াল।

মনোজ।। বলাই, তুইও আজকাল বৌ-এর বিষয়ে কিছু বলছিস — অবশ্য তোর দেখাটাই সবচেয়ে সায়েন্টিফিক। বাইরে থেকে, ডিজঅ্যাটাচড, নির্মোহ।

বলাই।। আমায় নিয়ে পড়লি কেন তোরা? আর ধীরেন, এই হল চন্দ্রা, সুদেবের আনসোশাল বৌ।

চন্দ্রা।। আনসোশাল মানে কি অ্যান্টিসোশাল বলাইদা?

মনোজ।। সাবাশ।

বলাই।। নাটক করে করে বেশি কথা শিখেছ না? আর চন্দ্রা, ধীরেনের কথা তো তুমি শুনেছ?

চন্দ্রা।। (সুদেবকে) তোমার সঙ্গে সেই খারাপ ব্যবহার করায় আর কোনো দিন সেই মামার বাড়ি যায়নি —

ধীরেন।। ও, বাবা, এসব গল্পও জেনে গেছ তুমি?

বলাই।। বাবা, ধীরেনের ওটা মারাত্মক — ওই বন্ধুবাৎসল্য — আমাদের তিনজনের প্রতি।

মনোজ।। ওটা প্রায় ফিক্সেশন টাইপের। আমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়ে কোর্ট থেকে সোজা চলে এসেছিল, বাড়িতে না জানিয়ে।

ধীরেন।। শুধু তিনজন না রে — আরো একজন, বিকাশ, ও তো আর কোনো যোগাযোগ-ও রাখে না।

বলাই।। হ্যাঁ, বিকাশ।

সুদেব।। ও — গুরুদেবের কী হল বলোতো?

চন্দ্রা।। উনি বোধহয় চলেই গেছেন, আমরাও তো দেখলাম খুঁজে।

বলাই।। হ্যাঁ, আমরাও খুঁজেছি, অদ্দুর থেকে এসে চলে গেলেন?

মনোজ।। হ্যাঁ, তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে।

ধীরেন।। কেন এসেছিল, কেনই বা চলে গেল?

সুদেব।। মনোজ, তুই ওটা খোঁজ নিয়েছিলি?

মনোজ।। হ্যাঁ, ঠিক আছে, পরে হবে।

সুদেব।। ওঃ, এই তোমরা তো দিলে এটা, যাওনা, যাওতো।

চন্দ্রা।। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

সুদেব।। ও, যাওয়ার আগে, মাম, আমি তোমায় কিছু দিচ্ছিনা এবার। ওপন রইল। তুই যা চাস। যদি চাস তো একটা মোটরট্রিপ। এনি হোয়ার — যেখানে বলবি। তুই আর আমি।

মনোজ।। ও কি এখনো সেই এজ গ্রুপে এসেছে সুদেব?

মাম।। আচ্ছা সুদেবকাকু তুমি তো আমার সঙ্গে বা আর কারো সঙ্গে ওভাবে কথা বলোনা।

সুদেব।। কী ভাবে?

মাম।। এইমাত্র চন্দ্রামাসির সঙ্গে যেভাবে বললে।

সুদেব।। ওঃ, আই অ্যাম সরি মাম।

মাম।। ইয়েস, আই থিংক ইউ শুড বি।

চন্দ্রা।। চলো মাম, যাই আমরা।

শ্রীপদ ঢুকে আসে, হাতে ছাতা জুতো।

শ্রীপদ।। যায়নি, যায়নি, এই যে বুড়োবাবার ছাতা আর জুতো, যায়নি, বুড়োবাবা বাড়িতেই আছে।

ঘুম ভেঙে ওঠে হৃষীকেশ। মণিকা পুকুরের দিকে যেতে যেতে থেমে যায়।

মণিকা।। আপনি কে? কোথা থেকে এলেন, ঢুকলেন কী করে? (হঠাৎ ভঙ্গী বদলে) ও আচ্ছা, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আপনি কি মনোজদের মাস্টারমশাই? কোথায় ছিলেন এতক্ষণ?

হৃষীকেশ।। হ-হ্যাঁ, আমি মাস্টারমশাই।

মণিকা।। আপনি কোথায় গেছিলেন?

হৃষীকেশ।। বাগানেই তো ছিলাম।

মণিকা।। যাঃ। মানে, আমরা সবাই, আমি নিজেও কত খুঁজলাম। আপনি বাগানেই ছিলেন? বাগানের কোথায়?

হৃষীকেশ।। ওই যে ওই — এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, ওই মাচাটায়।

মণিকা।। শ্রীপদর মাচায়, কী করলেন আপনি এই সারা দুপুর?

হৃষীকেশ।। আমি — মানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মণিকা।। এই সারা দুপুর, ওই বাঁশের মাচায় আপনি ঘুমিয়ে রইলেন (হেসে ফেলে) — আপনার কষ্ট হলনা?

হৃষীকেশ।। না, আমি তো তক্তাপোষেই ঘুমোই, বালিশ ছাড়া, ঘাড়ে ব্যথা হত

মণিকা।। তক্তাপোষ আর মাচা এক হল? এতকাল শুনেছি শিকারীরা মাচায় ঘুমোয়, এই এক আপনাকে দেখলাম। এদিকে সবাই কত খুঁজল। আপনি কাউকে কিছু বলেও যাননি।

হৃষীকেশ।। শ্রীপদ —

মণিকা।। হ্যাঁ, শ্রীপদ বলছিল বারবার — আপনি বাগানেই আছেন, কিন্তু সবাই অত করে খুঁজেও পেলনা, এই মাচার দিকটায় কেউ আসেইনি। শেষে শ্রীপদই তো দেখাল আপনার ছাতা আর জুতো — তখন তো আরো চিন্তা

হৃষীকেশ।। আমি যে ঘুমিয়ে পড়ব তা আমি নিজেও বুঝতে পারিনি।

মণিকা।। সত্যি, আপনি বেশ অদ্ভুত লোক। আরো খোঁজা হত, কিন্তু, ততক্ষণে বোতল খোলা শুরু হয়ে গেছে। আমিও তো তাই। আসতামই না এদিকটায়। কিন্তু প্রথমে একটা হুইস্কি, তারপর পরপর দুটো জিন — একটু কিক হচ্ছিল। এসময় জলে নামতে খুব ভালো লাগে। টলমল করে। আমি তাই জলে নামতে যাচ্ছিলাম।

হৃষীকেশ।। আমি দেখলাম, পুকুরের জলটা খুব সুন্দর — কাঁচের মত।

মণিকা।। ভাগ্যিশ যাচ্ছিলাম। আসুন তো একটু বসি এখানে। আপনি বেশ অদ্ভুত। ওরা যা অবাক হয়ে যাবেনা আপনি এখানে আছেন শুনলে। আসুন। (বসে ওরা)

মণিকা।। বসুন। দেখছেন না, আমার গায়ে তোয়ালে, জলের দিকে যাচ্ছিলাম। সত্যি, আপনি অদ্ভুত। আমি ভাবলাম, কোত্থেকে এল একটা বাইরের লোক এখানে, এই পুকুরের পাড়ে, মনোজের এই অদ্ভুত বাড়িতে, আপনি অদ্ভুত, আপনি কতক্ষণ ওই পাগল শ্রীপদর মাচায় ঘুমিয়েছেন জানেন?

হৃষীকেশ।। না, আমার তো ঘড়ি নেই।

মণিকা।। পাঁচ ঘন্টা। পাক্কা। ওই মাচায়। শ্রীপদ ওখানে শুয়ে ওর ওইসব পাগলামি বানায়, উদ্ভট স্বপ্ন দেখে। তারপর, পিপে পিপে মদ খেয়েও মনোজের যখন নেশা হয়না, যখন মাঝরাত্তিরে আমার ঘরে এসে কী করবে খুঁজে পায়না, ভাবুন একবার, মাঝরাত্তিরে, ভেবেছেন?

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, আমি শুনছি।

মণিকা।। মাঝরাত্তিরে বৌয়ের ঘরে এসেও কী করবে — কী বলবে সেই ভাষাটাই খুঁজে পায়না, অনেক ভাষা তো ও শিখে উঠতে পারেনি — ছোটোবেলায় খুব গরিব ছিল তো। আচ্ছা, আপনিও খুব গরিব, না?

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, মাস্টার ছিলাম, তারপর প্রায় দশ বছর হয়ে গেল, রিটায়ার করার পর, এখনো পেনশন পাইনি, গরিব হওয়ারই তো কথা।

মণিকা।। গরিব হতে খুব ভয় করে আমার। গরিবদের খুব চেষ্টা করে বাঁচতে হয় — হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম? (হৃষীকেশ চেয়ে থাকে) ও, মনোজের কথা, মনোজ রাত্তিরে যখন ঘুমোতে পারেনা, তখন শ্রীপদর কাছে যায় — আপনি অন্য কিছু ভাবলেন না তো, নানা, ওসব কিছু না। মনোজ তখন শ্রীপদর কাছে স্বপ্নের গল্প শোনে, স্বপ্ন শোনে, যেসব স্বপ্ন শ্রীপদ দেখে এই মাচায় শুয়ে। এতক্ষণ ঘুমোলেন ওই মাচায়, আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেননি?

হৃষীকেশ।। স্বপ্ন — হ্যাঁ, দেখলাম। তার আগে আধো ঘুমের ভিতরে আমি নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম। অনেকক্ষণ ধরে।

মণিকা।। নিজের সঙ্গে কথা — চরিত্রের টানাপোড়েন — একটু ওভার হয়ে যাচ্ছে না হৃষীকেশবাবু? ওকে, ক্যারি অন, শুনি একটু — কী কথা বললেন নিজের সঙ্গে। বেশ লাগছে। নেশাটা বোধহয় বেড়ে যাচ্ছে। বলুন, কী বলছিলেন —

হৃষীকেশ।। বলছিলাম সব এলোমেলো কথা — আজকের মানুষদের জীবন, তাদের মূল্যবোধ, সেসব দেখার কৌতূহল, তার থেকে নানা প্রতিক্রিয়া — এইসব।

মণিকা।। ডায়ালগ ফর্মে পারবেন না? অবশ্য আপনার আলোচনার প্রথম অংশটা বোরিং, ভ্যালুজ, ভ্যালুজের অভাব — উঃ বাবা, ভাবা যায় কম বাজেটের সিনেমার মত, পরের পয়েন্টটায় একটা বাইট আছে, বাইরে থেকে দেখার কৌতূহল, ভয়ারিজম, গল্প খোঁজা — তাও বেশ বোর, জানেন। তার চেয়ে আপনি স্বপ্নের গল্প বলুন। আপনার সঙ্গে এখানে বসে আমার নেশা বাড়ছে — ভালো, গুড, বলুন।

হৃষীকেশ।। স্বপ্ন দেখছিলাম আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে

মণিকা।। মেয়ের বিয়ে — উঁঃ

হৃষীকেশ।। বিয়েটা চলছিল, হঠাৎ দেখলাম বিয়ে নয়, সেটা একটা শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান

মণিকা।। এটাও বোর — প্লিজ, ডোন্ট মাইন্ড

হৃষীকেশ।। ও।

মণিকা।। কিন্তু আপনার ভিতর কিছু একটা আছে — আপনাকে জানতে ইচ্ছে করছে। বাঁধাঘাট থেকে এসে হঠাৎ আপনি আজকের সমস্ত কিছুর একটা কেন্দ্র — কেন? একটা রিলিজিয়াসনেস? শ্রীপদ তো আপনাকে বুড়োবাবা বলে ডাকছে। লোকেরা, আরো গরিব লোকেরা এত বাবা খোঁজে। আর আমার কেন হচ্ছে? হৃষীকেশবাবু আপনি জেগে আছেন তো? ঘুমিয়ে পড়লে বলবেন।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, জেগে আছি আমি।

মণিকা।। প্লিজ ঘুমোবেন না। আমার কথা বলতে বেশ লাগছে।

হৃষীকেশ।। না, ঘুমোচ্ছি না।

মণিকা।। মনোজ বলল, শ্রীপদ আর মাম কত পছন্দ করছে আপনাকে — বলতে বেশ মজা পাচ্ছিল, কিন্তু একটা টেনশন — অনেকগুলো বছর তো হয়ে গেল, আসলে মাম আর শ্রীপদ মনোজের নিজের স্পেস — ওখানে ও নিজে ছাড়া অন্য কোনো হিরো — নানা জায়গায় যায় মনোজ, আবার ফিরে আসে এই স্পেসে, আবার — কী যেন বলছিলাম?

হৃষীকেশ।। মনোজের কথা।

মণিকা।। হ্যাঁ, মনোজের কথা, আর কার কথাই বা বলব, আমার স্বামী, আমার দাম্পত্য, যে দাম্পত্য এন্ডলেস হৃষীকেশবাবু, এন্ডলেস, কারণ তার থেকে নতুন কিছু কোনোদিনই জন্মাবেনা — কোনো বাচ্চা — এন্ডলেস অনন্ত ইটারনাল — এটা কি আপনি এতক্ষণে জেনেছেন?

হৃষীকেশ।। না, আমায় তো কেউ বলেনি।

মণিকা।। কে বলবে আপনাকে — বলার মত কেউ তো আপনি নন, আপনি পালান, হৃষীকেশবাবু।

হৃষীকেশ।। কেন?

মণিকা।। হৃষীকেশবাবু, আপনি পালান, মনোজের ভায়োলেন্স আপনি দেখেননি, আপনি ওর নিজের স্পেসে হাত দিয়েছেন, আপনি পালান, মনোজ ভায়োলেন্ট হয়ে ওঠার আগে — ও মজা পাচ্ছিল, মজা মানে টেনশন, পালিয়ে যান। আমিও যেতাম জানেন, কোনো প্রেমিক পেলে, প্রেম করতে ইচ্ছে করে আমার, কোথাও কোনো প্রেমিক নেই, একটু প্লাম্প, একটু কেয়ারিং, চে গুয়েভারার ছবি দেখেছেন, চে-র মত, শান্ত — বলিভিয়ার ট্রপিকাল ফরেস্টে ঝির ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে — কী কী বলছিলাম?

হৃষীকেশ।। পালানোর কথা।

মণিকা।। পালানোর — ওঃ নো। কতক্ষণ ধরে আমরা বসে আছি — না? ওরা তো আবার জানেওনা, ওঃ, যা অবাক হবেনা, তবে চিনতে পারার অবস্থায় থাকলে হয়, (ওঠে মণিকা) দাঁড়ান, ওদের বলি, ওরা তো বাগানে আসতেই চাইছিল।

একটু পরে বলাই আর ধীরেন দুজনে একটা টেবিল ভর্তি খাবার নিয়ে ঢোকে, সুদেবের হাতে দুটো বোতল।

মনোজ।। নারীরা কোথায় — দেখো অন্ধকারে হারিয়ে না যায়।

সুদেব।। হারাতে দাও, হারিয়ে যেতে দাও, হার-মানা-হার পরাব তোমার গলে — আরে এটা কে? গুরুদেব, ইয়ে, মাস্টার মশাই — আপনি?

মনোজ।। আপনার কি রেজারেকশন ঘটল?

বলাই।। আপনি কোথায় ছিলেন, মাস্টারমশাই, আমায় চিনতে পারছেন, আমি বলাই।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, বলাই, আমি তোমার সম্পর্কে শেষ খবর পেয়েছিলাম যে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ।

মনোজ।। ও এখনো পালিয়ে বেড়াচ্ছে মাস্টারমশাই। পালানো কি শেষ হয়? চিরকাল পালিয়ে বেড়াতে হয় —

ধীরেন।। তবে এখন পালাচ্ছে বিয়ে থেকে।

বলাই।। ওকে চিনতে পারলেন তো — ধীরেন।

হৃষীকেশ।। ওকালতি পাশ করার পর তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার।

ধীরেন।। হ্যাঁ, শিয়ালদা স্টেশনে, আপনি স্কুলের প্রাইজের বই কিনে ফিরছিলেন।

সুদেব।। আর ধীরেন শিলিগুড়ি যাচ্ছিল, শ্বশুরের কাছে।

মনোজ।। উঃ, বারটা রসিকতা একবার, আঃ, একটা রসিকতা বারবার করিসনা।

হৃষীকেশ।। আর তুমি সুদেব, তুমি একা একা অত মদ খাবে? ** তুমি কি সঙ্কোচ পেলে?

সুদেব।। মানে ইয়ে

হৃষীকেশ।। আজকাল আর এসবে কিছু প্রতিক্রিয়া হয়না, তোমাদের সঙ্কোচ পাওয়ার কিছু নেই।

নমিতা।। (ঢুকতে ঢুকতে) জোর করে ঠেলতে ঠেলতে এই জঙ্গলে নিয়ে এল, এই চন্দ্রাটাও তেমনি, ওমা

মণিকা।। (ঢুকে এসে) উনিই সেই মাস্টারমশাই, আজ সারাদিন যাকে খুঁজছি আমরা

চন্দ্রা।। (নমিতাকে প্রণাম করতে দেখে বলে) দাঁড়াও, প্রণাম করে নাও, শুনুন, সারাদিন তো আপনি খাননি কিছু।

নমিতা।। ওমা, সারাদিন ছিছি, একটা লোক না খেয়ে

মণিকা।। হ্যাঁ, আমার খেয়ালই হয়নি।

চন্দ্রা।। দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি।

মনোজ।। নানা, তুমি যাবে কেন, শ্রীপদকে হাঁক পাড়ো, ওর বুড়োবাবা এসে গেছেন ফের

ধীরেন।। ফের এসেছেন কী রে? উনি তো ছিলেনই। আপনি কোথায় অপেক্ষা করছিলেন?

হৃষীকেশ।। আমি তো অপেক্ষা করিনি।

মণিকা।। উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শ্রীপদর মাচায়। চন্দ্রা, ওনাকে ফ্রায়েড রাইসটা একটা প্লেটে তুলে দাও, আর মাংসটা।

নমিতা।। আমি দিচ্ছি। আহা সারাদিন একটা লোক না খেয়ে — আর আমরা এইদিকে

হৃষীকেশ।। এর চেয়েও বেশি সময় আমি রোজই না খেয়ে থাকি।

ধীরেন।। সে আর বলতে। (অনুচ্চ)

মনোজ।। সেদিক থেকে আপনি ফরচুনেট মাস্টারমশাই, একটা জাপানি সিনেমাতেই বোধহয় ছিল, দুটো লোক পার্কে বসে দুঃখ করছে, চেষ্টা করলেও তারা না খেতে পেয়ে মরতে পারবেনা। পুলিশ তাদের ধরে ফেলবে।

সুদেব।। এটা তো হেভি — কোনোদিকেই কোনো লিবার্টি নেই, এমনকি না-খেতে-পাওয়ার লিবার্টি-টাও নেই।

চন্দ্রা।। লিবার্টির ডেফিনেশনটা অবশ্য মানুষ থেকে মানুষে ডিফারেন্ট। মাস্টারমশাই, আপনাকে একটু ভাত এনে দেব? ফ্রায়েড রাইস পারবেন?

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, পারব।

বলাই।। সেই, জাপান একটা ডেভেলপড কান্ট্রি।

মনোজ।। মাম, পার্টনার ওয়ান, আমার পার্টনার টু-কে গিয়ে বলো, তার বৃদ্ধ পিতা মিলে গেছে, সে একবার দর্শন দিয়ে যাক।

মণিকা।। মনোজ, তোমার ক-পেগ হল?

সুদেব।। আজ কোনো হিশেব রেখোনা বড়মেম।

নমিতা।। ওটা তোমার ডাকনাম নাকি মণিকাদি?

মণিকা।। ডাকলেই ডাকনাম। তবে শ্রীপদ তোমাদের বড্ড বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে ফেলছে না?

মাম।। তুমি বাপানেই ছিলে, না? শ্রীপদ ঠিকই বলেছিল।

মনোজ।। শ্রীপদ কখনো বেঠিক বলেনা।

চন্দ্রা।। চলো, শ্রীপদকে গিয়ে বলি, জল আর একটু ভাতও আনি

হৃষীকেশ।। না, আমি পারছি খেতে

নমিতা।। তবু, জল তো লাগবে, চলো যাই।

ধীরেন।। লাগলে তো উনিই বলবেন — তোমার সমস্ত কিছুতেই আদিখ্যেতা করা চাই নাকি?

মাম।। আমি বরং ওইটা একটু করে আসি, যাই।

মণিকা।। কোনটা — আদিখ্যেতাটা?

চন্দ্রা।। ওটা তো বিয়ের আগে অব্দি করা যায়না। (মাম চলে যায়)

সুদেব।। গুরুদেব তো খাচ্ছেন, এসো তবে আমরা একটু বসি।

নমিতা।। এই নাও, সুদেবদা, একটু মাংস, তখন চাইলে। (প্লেট দেয়) আচ্ছা, শ্রীপদ তো এখনো এলনা?

ধীরেন।। আসবে। তোমাদের রান্নার ঠাকুর ছাড়া আরো দু-একটা কাজের লোক ছিলনা, তাদের তো দেখছিনা।

মণিকা।। তারা তাদের ঘরে, তাদের কাজে থাকে। বাড়ি জুড়ে থাকে শ্রীপদ। এটা তো মনোজ আর শ্রীপদর অদ্ভুত বাড়ি।

নমিতা।। কেন গো, বেরোয়না, কাজে ফাঁকি দেয়, না? এরা এত পাজি হয়। আমি তো আমার মাকে দু-চারবার চড় থাপ্পড়ও দিতে দেখেছি। তবে মাকে ভালোবাসে, মা যে বিয়েতে সোনার গয়না দেয়।

ধীরেন।। তোমাদের এই জমিদারি ফ্যামিলির গল্প বন্ধ করবে?

সুদেব।। কেন রে কেন? তোর গ্লোরিয়াস শ্বশুর, ছবি বিশ্বাসের শিলিগুড়ি এডিশন?

নমিতা।। হ্যাঁগো, সত্যি, বাবার সঙ্গে ছবি বিশ্বাসের চেহারার মিল আছে। তুমি যাবে একবার আমাদের ওখানে?

সুদেব।। তোমার তো এক বোন আছে, তাই না?

নমিতা।। সুদেবদা, আর একটু মাংস দেব?

সুদেব।। দাও, এর উপরেই তো বেঁচে আছি। তোমায় আজ যা দেখাচ্ছে না — শাড়িটা ব্রাইট, আর তোমার রংটা ফর্সা তো, এই এই এই আর একবার হাসো, মাইরি, তোমার গজদাঁতটা আগেও ছিল? পুরো শর্মিলা ঠাকুর গজদাঁত — ছিল আগেও?

মনোজ।। না, এইমাত্র গজালো, এটাই তো দাঁত ওঠার বয়েস।

বলাই।। তোর ক্রিয়াকর্ম শুরু হয়ে গেল না? তার উপরে নিজের বৌয়েরই সামনে।

চন্দ্রা।। নানা বলাইদা, বরং উল্টো, ওটাই নিরাপত্তা, সারাক্ষণ যদি আমাকে একাই ওটা ফেস করতে হত — আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম।

সুদেব।। কী ফেস করতে হত?

চন্দ্রা।। তোমার ওই একধরনের কী বলব — ছেলেমানুষি, বোকামি — ক্লাস টেনের একটা ছেলে যেন টিউশনি ফেরত বান্ধবীদের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করছে।

সুদেব।। বোকামি — হোয়াট ডু ইউ মিন?

মনোজ।। ঠিক বোকামি না, বরং একটু ন্যাকামি বলা যায়।

সুদেব।। মনোজ, প্লিজ ডোন্ট ইন্টারফিয়ার।

বলাই।। কথাটা তোর ফেভারে গেলে এটা তুই বলতিস?

সুদেব।। কী বলতাম না বলতাম সেটা আমি তোর কাছ থেকে শিখবনা।

চন্দ্রা।। সেটা তোমার শেখার সাধ্যই বা কোথায়? থাক, বলাইদা, যেখানে কথা বলার মানে আছে

সুদেব।। চন্দ্রা, ডোন্ট ক্রস ইয়োর লিমিটস, আমার সহ্যের একটা সীমা আছে

চন্দ্রা।। সীমা থাকারই কথা, তোমার কোনোকিছুই অসীম নয়, তুমি যে ভুলটা প্রায়ই করে থাকো।

সুদেব।। না, সেটা আমার ভুল নয়। আমার ভুল হয়েছিল বিয়েটা করে ফেলা।

চন্দ্রা।। বিয়ে নয়, রেজিস্ট্রি। হ্যাঁ, আমারো ঠিক সেই কথাই মনে হয়, ভুল করে ফেলেছ। তবে সত্যিই কি করেছ রেজিস্ট্রিটা, তোমার মেয়েদের সঙ্গে মেশার ধরণ দেখে তো মনে হয়না।

সুদেব।। ওই ওই একটা জেলাসিতেই তো গেলে — তোমার এই মিডলক্লাস মানসিকতা থেকে এবার বেরোও।

চন্দ্রা।। তুমি ভুল করলে, মিডলক্লাস নয়, আমার বাবার অর্থনৈতিক অবস্থাটা আরো একটু খারাপ।

সুদেব।। ভোলো, ভোলো, ওটা ভোলো এবার, প্লিজ, নইলে বাঁচতে পারবেনা, আমাকেও বাঁচতে দেবেনা

মণিকা।। দেখো তো চন্দ্রা, ওনার, শ্রীপদর বুড়োবাবার, আর কিছু লাগবে কিনা?

মনোজ।। শ্রীপদর নামে একদিন আমরা সবাই ডাকব, শ্রীপদর চোখে দেখব পৃথিবীটাকে, শ্রীপদর বাস্তবতাই হয়ে দাঁড়াবে আমাদের বাস্তবতা —

বলাই।। সেটাই প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশান, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক — হেভি জমেছে, সুদেব, আমায় আর এক পেগ দেতো, দেখিস, হাত না কাঁপে, ফেলিস না।

মনোজ।। ফেলো, ছড়াও, ছড়িয়ে ফেলো, সব ভিত্তার করে দাও।

সুদেব।। আমার হাত কাঁপেনা বলাই, বরং মনোজকে দেখ, ওর শালা হাই হয়ে গেছে।

মনোজ।। হাইল্যান্ডস অ্যান্ড লোল্যান্ডস, টাটাজ অ্যান্ড লেল্যান্ডজ, রোমানিয়াজ অ্যান্ড পোল্যান্ডজ।

ধীরেন।। সত্যি তোরা কী শুরু করলি বলতো, মাস্টারমশাই-এর সামনে।

নমিতা।। সত্যি, আমারো ভয় করছে, মনোজদা এমনিতে কী অন্যরকম, আরো উনি বসে আছেন, অ্যাই মণিকাদি

মনোজ।। ভয় পাচ্ছ? নাই নাই ভয় — মাস্টারমশাই আপনি খান, খান মাস্টারমশাই, আমার বাড়িতে এসে সবাই খাক, পেট ভরে খাক — খা শালা খা শালা খা — খা কত খাবি (নিজের মুখে মদ ঢালে, হৃষীকেশের কাছে আসে) — খাচ্ছেন তো মাস্টারমশাই? খান। কী খাচ্ছেন? মাংস, মাছ নেই? মাস্টারমশাইকে মাছ দাও, মাছ এনে ভেজে দাও — অ্যাই কে আছিস?

নমিতা।। মনোজদা, এই মনোজদা। মণিকাদি দেখোনা —

মণিকা।। কী দেখব? ভয়ের কিছু নেই। এটাই মনোজের স্পনটেনিটি। এখানেই ও পৌঁছতে চায়, পারেনা, মাতাল না হলে পারেনা।

সুদেব।। মনোজ তুই আউট হয়ে গেছিস।

মনোজ।। কোন শুয়োরের বাচ্চা আমায় আউট করে?

সুদেব।। তুই শালা আর খাসনা, গ্লাসটা দে।

মনোজ।। না, দেবনা। আরো খাব, দে খাই, আমি খাই, তুমি খাও, সে খায় — মাস্টারমশাই আপনি খাচ্ছেন তো? আপনি বাঞ্চোৎ খাচ্ছেনই না, পেট ভরে খান, পেট ভরুন, পেট, পেট, তারপর আপনি শালা পেট ফেটে মরে যান।

চন্দ্রা আর বলাই মনোজকে সামলানোর চেষ্টা করছে, মণিকা হাসছে।

ধীরেন।। ওর মুখে জল দাও, জল কোথায়? এদিকে একটা পুকুর ছিলনা? পুকুরটা নিয়ে এস— ওঃ না, মনোজকে পুকুরে নিয়ে চলো। দেখো পুকুরে ফেলে দিওনা।

সুদেব।। এই ঢ্যামনাও আউট হয়ে গেছে।

মনোজ।। মাস্টারমশাই, আপনি খেয়ে যান, আমি আছি।

নমিতা।। মাগো, এবার কী হবে?

সুদেব।। সোনা, তুমি ভয় পাচ্ছ? তোমাকে আরো মিষ্টি দেখাচ্ছে, সোনা, তোমার গাল এত লাল, তুমি কি অনেক মদ খেয়েছ? অনেক? দেখি তোমার গাল, দেখি —

বলাই আর চন্দ্রা মনোজের মুখে জল দেয়। জল ছিটকে যায় হৃষীকেশের দিকে।

মনোজ।। ওঃ, আমার নেশা হয়ে গেছে, না? না, এমন কিছু না, উঠছি আমি, দাঁড়া।

ধীরেন সুদেবের পিছনে গিয়ে একটা লাথি মারে, সুদেব গিয়ে পড়ে নমিতার ঘাড়ে।

সুদেব।। তুই বাঞ্চোৎ আমায় লাথি মারলি?

ধীরেন।। তোর একদিন কি আমার একদিন।

সুদেব।। দেখবি শালা শুয়োরের বাচ্চা।

মারামারি শুরু করে, অন্যরা থামায়।

ধীরেন।। (সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে) তুই তুই শালা নমিতার প্রেমে পড়ে গেছিস।

সুদেব।। (হাহা করে হাসে) নেশা কাটিয়ে দিলি মাইরি — তুই শালা মাতাল হয়ে গেছিস, হাঃ হাঃ, প্রেমে? তোর বৌয়ের? ওঃ হোঃ, তোর বৌটা মাইরি পুরো আমার মরে যাওয়া মায়ের মত, গোল আর গাবদু।

শ্রীপদ।। পিসি, এই যে তোমার তেঁতুল জল। আর এই যে বুড়োবাবার ভাত।

চন্দ্রা।। ও, তুমি আগেই বলে রেখেছিলে তেঁতুল জলের কথা?

মণিকা।। হ্যাঁ, নিজের জন্যেও। শ্রীপদ, তিনটে গ্লাস দে। মাম কোথায়?

শ্রীপদ।। দাদার ঘরে শুয়ে আছে।

মণিকা।। গান শুনছে?

শ্রীপদ।। না, কিছু করছেনা, তাও চোখ খোলা।

বলাই।। ওর জন্মদিন, ও একা ঘরে? যা, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

মণিকা।। না, থাক, একাই বরং ভালো থাকবে। তুই গিয়ে ওর কাছে থাক, যা।

চন্দ্রা।। মাস্টারমশাই, এটা তো খেতেই পারলেন না, প্লেটে জল পড়ল, আর একটা প্লেটে একটু সাদা ভাত দিই?

হৃষীকেশ।। আমি খেতে পারছিনা।

চন্দ্রা।। পারছেন না এই চারপাশটার জন্যে, তার উপর ফ্রায়েড রাইস তো এমনিতেই খাওয়া যায়না। এবার সাদা ভাত, ধীরে ধীরে খান, নিন। (নমিতা বেঞ্চে বসে মুখ ঢেকে কাঁদছে) এই মণিকাদি, নমিতাকে দেখো তো। (মণিকা পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে)

মণিকা।। তুমি এসেই দেখো, আমি ভালো কান্না থামাতে পারিনা। নিজের বোনকেও পারিনি কোনোদিন। হয়তো নিজে কাঁদিনা বলেই।

চন্দ্রা।। এই নমিতা, এই বোকা মেয়ে, কী হয়েছে, ওদের ওরকম মাতাল মারামারির কোনো মানে আছে?

মণিকা।। আর সুদেবদা তো বললই, ওটা কোনো প্রেমনিবেদনই নয়। প্রেমটা বাদ দিলে থাকে চেহারার প্রশংসা। সেটা তো সত্যি, ভারি মিষ্টি দেখতে তোমায়।

নমিতা।। (কাঁদতে কাঁদতে) এখন এখানে মাম থাকলে কী হত? আমার এত লজ্জা করছে।

মণিকা।। কিছুই হতনা। দেখত বুড়োদের ফ্ল্যাটারিগুলোও কিরকম আউটডেটেড। মজাই পেত। ওর প্রিয় নায়ক কে জানো?

চন্দ্রা।। কে?

মণিকা।। অরবিন্দ্ সোয়ামি। কেন সেটা আমি বুঝি, বোধহয় শেয়ারও করি।

মনোজ।। তুমি মামকে এত চিনলে কখন মণিকা?

মণিকা।। যখন আকাশে তারা খসল, সেদিন রাত্তিরে, একা একা ছাদে দাঁড়িয়েছিলাম।

বলাই।। মানে?

মণিকা।। কোনো মানে নেই। তোমরা মাতলামি করতে পারো, আমি পারিনা? ও, এগুলো নাও — আমারও একটু কিক হচ্ছে। (নিজে খায়, সবাইকে দেয়)

সুদেব।। আমার নেশা হয়নি — মানে, মাতাল হইনি আমি। ধীরেন হয়েছে।

মণিকা।। নেশার জন্যে খাবে কেন? আমি দিচ্ছি বলে খাও, তুমি তো মেয়েদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারোনা। অবশ্য আমি আর মেয়ে কোথায়? আমার নিজেরি একটা মেয়ে আছে। ইক।

সুদেব।। তোমার কি উল্টি আসছে? এলে উল্টি করে নাও বড়মেম, নয়তো শরীর খারাপ হবে।

মণিকা।। কী শরীর খারাপ আর হবে? বমি হয়ত হবে, অন্য কোনো শরীর খারাপ তো আমার আর হবেনা।

মনোজ।। তুমি অন্য কিছু ভাবতে পারো কখনো? বরং তুমি বমি করে নাও, নিয়ে আর একটু মদ খাও, রোমানরা যেমন করত, বমি করে আবার খেত, আবার মদ্যপান, আবার বমি — অত খাবার আর অত মদ খাবে কে?

চন্দ্রা।। এর একটা কাউন্টারপার্ট ছিল, রোমের দাসেরা, শত চেষ্টাতেও যারা একটুও খাবার পেতনা।

সুদেব।। তুমি আজকাল পুরোনো বলাইয়ের মত করে কথা বলো।

বলাই।। ওদিকের রোমান্সটা কি তোমরা দেখছো?

ধীরেন নমিতাকে ধরে আছে, নমিতা কাঁদছে, ধীরেন পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

সুদেব।। মাইরি কী দৃশ্য। আমার তোমার উপর বেশ হিংসে হচ্ছে নমিতা, ধীরেন আমায় এরকম করেই স্বান্তনা দিয়েছিল — আমার প্রথম র‍্যালির আগে আগেই আমার পা ভাঙার পর। মাইরি ওঠো তো। আমার সামনে কেউ অন্য কাউকে ভালোবাসলেই আমার হেভি খার হয় — সে শালা ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক।

ধীরেন।। মনোজ, সুদেব, বলাই, তোরা ওদিকে দেখ, মাস্টারমশাইয়ের খাওয়া বোধহয় হয়ে গেছে।

নমিতা ঝটপট উঠে পড়ে, চন্দ্রা হৃষীকেশের কাছে যায়।

চন্দ্রা।। চলুন, হাত ধুয়ে নিন।

চার বন্ধু অ্যাক্টরস লেফেট চলে যায়, নিজেদের মধ্যে কথা বলে, গোপনতা, নমিতা ওদের কাছে এগিয়ে যায়। মণিকা তাকিয়ে থাকে।

হৃষীকেশ।। এবার আমি যাব মনোজ, বেলা তো পড়ে এল।

মনোজ।। হ্যাঁ, বেলা পড়ে এল।

বলাই।। বাঁধাঘাটের ট্রেন পাওয়ারো একটা ব্যাপার আছে।

মনোজ।। মাস্টারমশাই, সুদেব আমাকে বলেছে, আপনার দরকারের ব্যাপারটা। আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই।

সুদেব।। বিকাশ তো আমাদেরি একজন, নেহাত ও যোগাযোগ রাখেনা।

মনোজ টাকার প্যাকেটটা এগিয়ে দেয়।

ধীরেন।। টাকাটা একটু সাবধানে নিন, এতে দশহাজার আছে, আমরা সবাই মিলে দিয়েছি।

হৃষীকেশ।। না, সঙ্কোচের কী আছে, আমার মেয়ে তো তোমাদেরো বোনের মত। নিজেদের বোন হলে তোমরা কি করতে না?

মনোজ।। হ্যাঁ, সেতো করতামই, নিজেদের বোন হলে তো করতামই, নিজেদের বোন হলে তো করতামই, মাস্টারমশাই, একটু উঠবেন? (হৃষীকেশ চেয়ে থাকে) চলুন, চলুন, আপনার সঙ্গে একটু আলাদা কথা আছে।

হৃষীকেশ উঠে যায়, বলাই একবার আটকানোর ভঙ্গী করে, ধীরেন তাকে নিরস্ত করে।

চন্দ্রা।। চলো নমিতা, আমরা বলাইদার গান শুনি।

বলাই।। আমার গান গাইতে ভালো লাগছেনা চন্দ্রা।

চন্দ্রা।। তোমার কী হয়েছে? (হাত ধরে বলাইয়ের)

সুদেব।। তুমি বলাইয়ের বেশ ভালো বন্ধু, না?

ধীরেন।। চলো, তাহলে তাস খেলি।

সবাই বেঞ্চে , চেয়ারে তাস খেলতে শুরু করে। মনোজ হৃষীকেশকে নিয়ে অ্যাক্টরস রাইটে চলে আসে।

মনোজ।। মাস্টারমশাই, আপনাকে একটা কথা বলছি।

হৃষীকেশ।। বলো।

মনোজ।। আপনি আর এরকম করবেন না, আর একাজ করবেন না।

হৃষীকেশ।। কী কাজ, মনোজ?

মনোজ।। আমি সব জেনে গেছি মাস্টারমশাই, সুদেব আমায় আগেই বলেছিল আপনি মেয়ের বিয়ের টাকা নিতে আসবেন। আমি সব খোঁজ নিয়েছিলাম। ওদের কাউকে বলিনি, কিন্তু আমি খোঁজ পেয়েছি।

হৃষীকেশ।। কী খোঁজ?

মনোজ।। কী খোঁজ আপনি জানেন না? এরকম করবেন না আর। আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল। প্রায় বছর চারেক আগে শুনেছিলাম বিকাশের বোনের বিয়ে — তারপর এই চারবছর পর — হঠাৎ।

হৃষীকেশ।। কী জানলে তুমি?

মনোজ।। যা জানার সবই জানলাম। জানলাম কীভাবে আপনি ধোঁকাবাজির ব্যবসা ফেঁদেছেন। সবই জানলাম।

হৃষীকেশ।। সবই কী?

মনোজ।। চারবছর আগে, আপনার মেয়ে যে ছেলেটাকে বিয়ে করতে চাইল, সে পণ চেয়েছিল। তা আপনি দিতে পারেননি, মেয়ে তখন গায়ে কেরোসিন — এই সবই।

হৃষীকেশ।। তারপর — আর কী?

মনোজ।। আর এই যে তারপর থেকে আপনি এই পাগল হয়েছেন — পাগলামির এই ভানটা — চালাচ্ছেন আপনি — পাগলামি চাগিয়ে উঠলেই মেয়ের বিয়ের নাম করে টাকা তুলছেন, তখন আপনার পাগলামি চলে যাচ্ছে। কিছুদিনের জন্যে।

হৃষীকেশ।। আর কী জানলে, আর কী, বলো, আর কী?

মনোজ।। আর কী জানার ছিল?

হৃষীকেশ।। আর কী জানার ছিল? জানার ছিলনা — আমি খাচ্ছি কী — আমার দিন চলছে কী করে?

মনোজ।। অভাব প্রত্যেকেরই আছে মাস্টারমশাই, কার নেই? সেই জেনে কী হবে? প্রত্যেকটা ফ্রডের পিছনেই একটা গল্প থাকে।

হৃষীকেশ।। কিন্তু প্রত্যেকটা গল্পই আলাদা। জানতে হবে বৈকি মনোজ, জানতে হবে। জানতে হবে কী ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর আমি সরকারি অফিসের দরজায় দরজায় ঘুরছিলাম, আমার পেনশনটা ওরা দিচ্ছিলনা, দিচ্ছিলনা ওরা, ওই শুয়োরের বাচ্চারা, দিচ্ছিলনা পেনশন, আমি খেতে পাচ্ছিলাম না।

মনোজ।। আস্তে, চেঁচাবেন না, গলা নামান।

হৃষীকেশ।। কেন, কেন গলা নামাব রে — সেই কথা তুই জেনেছিস কীভাবে আমার মেয়েটা পুড়ে মরার তিনমাসের ভিতর সেই ছেলেটার আবার বিয়ে হল — বিয়ের গেটের সামনে খাবারের গন্ধে কুকুরগুলো ঘুরছিল, আলো, সানাই — এগুলো তোকে জানতে হবেনা, হবেনা রে শুয়োরের বাচ্চা?

মনোজ।। ভদ্রভাবে কথা বলুন, গলা নামান।

হৃষীকেশ।। কেন রে কেন রে কেন রে কুত্তার বাচ্চা, কেন রে বাঞ্চোৎ, তুই তখন আমায় বললি না, খান বাঞ্চো ৎ, বললিনা তুই বাঞ্চোৎ, ঠিক তোর মতই সেই বাঞ্চো ৎ কুত্তার বাচ্চা আমার মেয়ের খুনিটা আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় — সবাই সবকিছু আমাকে করে যাবে, আমাকে ঠকাবে, আমাকে লাথি মারবে, আর আমি আর আমার শুকনো বুড়ি বউটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যেতে থাকব — কেন রে কেন রে কেন রে বাঞ্চো ৎ, সব সততা আমার বেলায় কেন রে বাঞ্চো ৎ, তুই বাঞ্চো ৎ, তোর বাবা বাঞ্চো ৎ, তোর বাড়িটা কী ভাবে গজালো রে বাঞ্চোৎ, ঢ্যামনা কুত্তার বাচ্চা বাঞ্চো ৎ খানকীর বাচ্চা, তোর মুখে আমি পেচ্ছাপ করি — এই নে, এই নে তোর টাকা — তোর মত বাঞ্চোতের টাকায় আমি পেচ্ছাপ করি — তোর বাড়ির মুখে আমি পেচ্ছাপ করি — নে তোর টাকা, আমি লোক ঠকাচ্ছিলাম, নইলে আমি খেতাম কী রে? শুয়োরের বাচ্চা, খেতাম কী, আমার ছেলে সেই শুয়োরের বাচ্চাটা সে কেন দেখল না আমায়, আমার টাকাতেই তো সে মানুষ হয়েছিল — সে আমায় ঠকাল কেন — নে শুয়োরের বাচ্চা তোর টাকা নে।

ধুতির কোমর থেকে টাকা বার করতে গিয়ে পড়ে যায় হৃষীকেশ, ওরা তাস খেলছে, মাইমে।

মনোজ।। মাস্টারমশাই, স্বাভাবিক হোন, মাস্টারমশাই।

হৃষীকেশ।। অ্যাঁ

মনোজ।। শান্ত হোন, মাস্টারমশাই।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ।

মনোজ।। উঠুন, উঠুন এবার।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ।

মনোজ।। চলুন এবার ওখানে চলুন। ওরা কেউ জানেনা। এবার আপনাকে যেতে হবে। নিন, টাকাটা নিন, নিন। চলুন ওখানে চলুন। বলে নিন, যাচ্ছেন।

হৃষীকেশ।। আমি যাচ্ছি।

ধীরেন।। ও মাস্টারমশাই যাচ্ছেন এখন?

সুদেব।। মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না মাস্টারমশাই।

হৃষীকেশ।। না, করব না।

সবাই উঠে দাঁড়ায়, বলাই ছাড়া।

সুদেব।। আমরা তো আছিই।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, তোমরা তো আছোই।

ধীরেন।। বিকাশের বোনের কাজ।

চন্দ্রা।। আমরা সবাই যাব আপনার মেয়ের বিয়েতে মাস্টারমশাই। তাই না বলাইদা?

বলাই কোনো উত্তর দেয়না।

নমিতা।। আমরাও আসব মাস্টারমশাই।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, নিশ্চই আসবে, তোমাদেরও তো ও বোনের মত।

ধীরেন।। শিলিগুড়ি থেকে কি আসা হবে?

নমিতা।। হ্যাঁ, আসব, আসব, গয়নাগুলো সব নিয়ে আসব। এবার তো আনা হলনা।

মণিকা।। এরা সবাই মিলে যাওয়া মানে আবার কিন্তু একই করবে ওখানে গিয়েও, নমিতা।

সুদেব।। আরে ওটা তো বিকাশেরও বাড়ি।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, বিকাশের বাড়ি। এসো তোমরা, সবাই এসো।

মনোজ।। মাস্টারমশাইকে এবার যেতে দাও।

বলাই।। মাস্টারমশাই, যান এবার আপনি, আপনার ট্রেনের সময় হয়ে গেল।

হৃষীকেশ।। হ্যাঁ, যাই আমি।

চন্দ্রা।। সাবধানে যাবেন।

শ্রীপদ ঢোকে।

শ্রীপদ।। বুড়োবাবা তোমার জুতো আর ছাতা ফেলে যেওনা। এই নাও।

হৃষীকেশ।। (জুতো পায়ে দিতে দিতে) আমার মেয়ের বিয়েতে তুমি যেও শ্রীপদ।

শ্রীপদ।। সেই রসোগোল্লাটা তো, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব, ভেবোনা।

হৃষীকেশ হাঁটা শুরু করে। অন্যরা নিজেদের জায়গায় ফিরে যায়। মাম ঢোকে। বিপরীত থেকে শ্রীপদ তাকিয়ে।

মাম।। শোনো, শ্রীপদর মত আমিও তোমায় বুড়োবাবা বলে ডাকছি। বুড়োবাবা, ওরা তোমায় ঠকালো। ওরা সবাই তোমার সবকথা জানে — ওরা ঠকাচ্ছে তোমায়। শোনো, এটা শুনে তুমি বোকার মত ওদের টাকাটা ফেরৎ দিতে যেওনা। ধরোনা এটা তোমার এই ছাতাটার দাম। এটা তুমি আমায় দিয়ে যাও। বুড়োবাবা, তুমি খুব বোকা।

মাম ছাতাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হৃষীকেশ বেরিয়ে যেতে যেতে প্রান্তে এসে ঘুরে দাঁড়ায়।

হৃষীকেশ।। শোনো, তোমাদের দুজনকে বলে যাই — আমি জানি যে ওরা জানে, বোকা থাকি, ওটা এখন আমার পেশা।